জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

পাশবিক নিগ্রহ

নাবালক শিশুপুত্রের সামনেই মাকে পাশবিক অত্যাচার। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর ঘটনা। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে সর্বস্ব লুঠ। দুষ্কৃতীদের ধরতে জোরদার তল্লাশি চলছে

প্রবল বজ্রপাত

দক্ষিণের জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে প্রায় সর্বত্র। সতর্ক থাকার বার্তা

তামিলনাড়ুর কারখানায় গ্যাস লিককাণ্ডে মৃত ৭, আহত বহু

ময়নাগুড়িতে সরকারি বাসের ধাক্কা ট্রাকে, মৃত ৬, আহত ৩০

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ২১ ● ২২ জুন, ২০২৬ ● ৭ আষাঢ় ১৪৩৩ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 21 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 22 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

অস্ত্র হাতে ঢোকা ব্যক্তির সঙ্গে শুভেন্দুর ছবি!

হামলার নেপথ্যে কারা প্রমাণ দিলেন অভিষেক

প্রতিবেদন : সেদিন বিমানবন্দরে অস্ত্র হাতে ঢোকা ব্যক্তি আসলে কে? কারা ছিল সেই হামলার নেপথ্যে? ছবি-সহ তার প্রমাণ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সেই ছবি প্রকাশ করে অভিষেক লেখেন, তাঁর উপর হামলার উদ্দেশ্যে যাঁরা তাকে পাঠিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কি তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেবে? ঘটনার ক্রমপর্যায় ব্যাখ্যা করে এবার সেই প্রশ্ন তুললেন অভিষেক। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি আরও লেখেন, এই ঘটনার পেছনে কারা ছিল এবং কীভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়, তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

দিল্লিতে লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় ফেরার সময় দমদম বিমানবন্দরে অভিষেকের উপর হামলার চেষ্টা হয়। কিন্তু দলের কর্মী-সমর্থকদের সতর্কতায় সে যাত্রায় কোনও বড়সড় ঘটনা ঘটেনি। জনতাই সেদিন

মুখ্যমন্ত্রীর প্রচারে। ডানদিকে বিমানবন্দরের বাইরে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে টিঙ্কা।

প্রতিহত করেছিল বিজেপির ডিম-বিদ্রোহীদের। কিন্তু সেই ডিম-বিদ্রোহীদের মধ্যে যে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঢুকেছিল কেউ, তাও স্পষ্ট হয়ে যায় নিমেষে। প্রশ্ন ওঠে, তবে কি অভিষেকের উপর প্রাণঘাতী হামলার ছক ছিল তার? কেননা সেদিন কলকাতা বিমানবন্দরে অস্ত্র-সহ ব্যক্তিকে যেখানে দেখা গিয়েছিল, সেখানেই পৌঁছনোর কথা ছিল অভিষেকের। এখন প্রশ্ন, ওই ব্যক্তি কে? গ্রেফতার হওয়া ওই ব্যক্তি উত্তম দাস ওরফে টিঙ্কাই কি সেই ব্যক্তি, যাকে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে একই মঞ্চ ভাগ করে নিতে দেখা যাচ্ছে? এমনকী সেই ছবিতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও রয়েছেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা (এরপর ১০ পাতায়)

পাটির টাকাতেই ভোটে লড়াই করেছে বেইমানরা

Schedules-B

Details of Lump sum amount received from the party (ies) in cash or cheque or DDor by Account Transfer

Sr. No.	Name of the Political Party	Date	Cash	DD/ Cheque no. etc. with detailsof drawee bank 5	Total Amount in Rs. 6	Remarks,if any 7
1	2	3	4			
1	ALL INDIA TRINOMOOL CONGRESS	10.04.2026	No	RTGS-HDFCH00926568804	Rs.2500000.00	Party Donation
2	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NIL	
3	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NIL	
4	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NIL	
	Total				Rs.2500000.00	

PART - III : ABSTRACT OF SOURCE OF FUNDS RAISED BY CANDIDATE

Sl. No.	Particulars	Amount (in Rs.)
1	2	3
I	Amount of own fund used for the election campaign (Enclose as per Schedule-7)	820440.50
II	Lump sum amount received from the party(ies) in cash or cheque/etc. (Enclose as per Schedule-8)	2500000.50
III	Lump sum amount received from any person/ company/ firm/ associations/ body of persons etc. as loan, gift or donation etc. (Enclose as per Schedule-9)	NIL
	Total	3320000.00

প্রতিবেদন : বেইমান বিধায়কদের মুখোশ খুলে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। যে বেইমানরা তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও টাকা নিয়ে অভিযোগ করছে, তারাই ক'দিন আগে ভোটের জন্য দলের অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো টাকা শুধু নিয়েছে তাই নয়, নির্দ্বিধায় খরচও করেছে। তার প্রামাণ্য তথ্য সামনে আনলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিকে সামনে রেখে, তৃণমূলের টিকিটের সৌজন্যে, দলের কর্মী-সমর্থকদের হাড় ভাঙা পরিশ্রমের জেরে ভোটে জিতে বিধায়ক হন বেইমানরা। জিতেই বিজেপির তামাক খাওয়ার পর নির্লজ্জের মতো বেইমানরা দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। যে অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো টাকা ভোটে খরচ করে তাঁরা ভোটে জিতেছেন! নির্বাচন কমিশনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটে খরচ করেছেন ২৬,৮৬,০৩৮ টাকা। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কফিন

কালও তাঁর দেহে ছিলো
অফুরন্ত প্রাণের স্পন্দন।
আর আজ?
মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে
নিভে গেল দিয়া,
নিস্তব্ধ হল প্রাণ,
পরিণত হল জীবন
এক মমান্তিক কফিনে।
শোক এল সকালে
এক কাপ চায়ের সাথে।
ব্রেকফাস্টও খাওয়া হয়নি
কাজের দায়িত্বে।
সব ছেড়ে চলে গেল গভীরতায়
কর্তব্য? পাথরের পাহাড়ে নিঃশেষিত।
সাক্ষী থাকল কাঞ্চনজঙ্ঘা
সব দেখল, সহ্য করল,
এক সময় থেমে গেল।
কেন এত রক্ত?
কেন এত লোভ,
কেন এত সন্ত্রাস? সন্ত্রাসি?
মায়ের আঁচল খালি হয়ে গেল,
নব যৌবন সাথী সব হারাল।
কাঞ্চনজঙ্ঘা! তুমি কি কিছু হারালে?"
হ্যাঁ! অবিশ্বাস্য মানবিকতা।

ইতিহাস না জেনেই নাম বদল প্রচারে সেই একইরকম জুমলা

প্রতিবেদন : একেই বলে মূর্খের মরণদশা! যে সুরাবর্দির সঙ্গে '৪৬ -এর দাঙ্গার কালেভদ্রেও কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাঁকেই অপবাদ দিয়ে ইতিহাস মুছে দেওয়ার চেষ্টা হল। আবার সুরাবর্দির পরিবর্তে যাঁর নামে রাস্তা হল, সেই গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা জনসংঘের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বরং গোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন কংগ্রেস ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘনিষ্ঠ। সবটাই জুমলা। মিথ্যা ও অপপ্রচারের রাজনীতি।

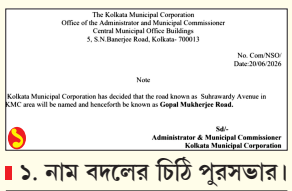

The Kolkata Municipal Corporation
Office of the Administrator and Municipal Commissioner
Central Municipal Office Buildings
5, S.N.Banerjee Road, Kolkata- 700013

No. Com/NSO/
Date:20/06/2026

Note

Kolkata Municipal Corporation has decided that the road known as Suhrawardy Avenue in KMC area will be named and henceforth be known as **Gopal Mukherjee Road.**

Sd/-
Administrator & Municipal Commissioner
Kolkata Municipal Corporation

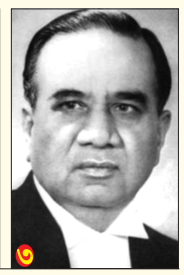

১. নাম বদলের চিঠি পুরসভার।
২. স্যর ডাঃ হাসান সুরাবর্দি।
৩. হুসেন সাহিদ সুরাবর্দি।

যাই হোক, বিজেপি আসতেই সুরাবর্দি আউট, গোপাল মুখোপাধ্যায় ইন। এটাই হল আসল কথা। বাংলাতেও শুরু নামবদলের রাজনীতি। প্রচারসর্বস্ব বিজেপি রাস্তার নামকরণের ইতিহাস না জেনেই শুধু পদবি এক হওয়ার কারণে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের (এরপর ১০ পাতায়)

নিট পরীক্ষার দিনেও পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ

৩০ হাজারে ভিডিও কলে প্রশ্নপত্র!

প্রতিবেদন: দেশের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষাকে ঘিরে যে নজিরবিহীন কেলেঙ্কারি ও অরাজকতা তৈরি হয়েছে, তা আরও একবার প্রমাণ করল মোদি সরকারের চরম গাফিলতি এবং উদাসীনতা। পরীক্ষার দিনেই ফের এক নিট পরীক্ষার্থীর আত্মহনন। সঙ্গে প্রশ্নপত্র পাইয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ৩০ হাজার টাকা দাবির মারাত্মক অভিযোগ, সব মিলিয়ে কেন্দ্রের নিরাপত্তা যে কতটা বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে সেই ছবি স্পষ্ট হচ্ছে। মোদি সরকারের এই চরম ব্যর্থতা দেশের লাখ লাখ মেধাবী

ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎকে আজ অন্ধকারের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

হায়দরাবাদের মিয়াপুরে ১৯ বছরের শেখ সানা পুনঃপরীক্ষার একদিন আগে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটে লেখা, তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নন। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পড়াশোনার চাপ, পারিবারিক প্রত্যাশা এবং অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে উদ্বেগ তাঁর মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলেছিল। এদিকে এর মধ্যেই প্রশ্নফাঁস নিয়ে ফের উঠে এল নতুন বিতর্ক। পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্নপত্র পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ভিডিও কলে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করেছে বলে খবর। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের আজমেঢ়ে। অভিযোগ, পরীক্ষার আগের দিন ভিডিও কলে এক ব্যক্তি দাবি করে যে তার কাছে আগামী দিনে হতে চলা (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

22 June, 2026 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৫৯ তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) এদিন প্রয়াত হন। মঞ্চ ও চিত্রজগতে— তাঁর অভিনয় কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রসামোদীর মনে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীও একটি স্বতন্ত্র নাম, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অভিনয়ের জগতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। ইনিই আবার পরিণত বয়সে অভিনয়ের সঙ্গে নাট্যরচনার বাণীমন্দিরে নিজেকে সঁপে দেন। যুগন্ধর শিল্পী। যুগের অস্থিরতা, সংশয়, জিজ্ঞাসা তাঁর সৃষ্ট শিল্পে বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। যুদ্ধের বিভীষিকা ও তার তীব্র প্রতিক্রিয়া, মন্বন্তরের কুৎসিত বিপর্যয়, দেশ বিভাগোত্তর বাঙালি জীবনের আর্থনীতিক-সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধের বিক্রিয়াজনিত পরিবর্তন, দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের রূপ ও রূপান্তর তাঁর নাট্যশিল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং তাতে সেই সঙ্গে তার সমাজবোধের নিজস্ব চিন্তা ও আদর্শ সঞ্জীবিত করতে তিনি চেষ্টা করেছেন। মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত তাঁর দু'খানি নাটক— 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়া তার'— বিপুলভাবে জনসমাদৃত হয়েছিল।

১৯৮৬ মারাদোনা এদিন 'হ্যান্ড অফ গড' গোলটি করেন। মেক্সিকো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছিলেন মারাদোনা। ম্যাচের প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনা গোল পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধের ছয় মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনার হয়ে গোল করেন মারাদোনা। পরে দেখা যায় হাত দিয়ে বলটা জালে ঢুকিয়েছিলেন তিনি। যা পরে হ্যান্ড অফ গড হয়ে যায়। প্রথম গোলের চার মিনিট পর তিনি ফের গোল করেন।

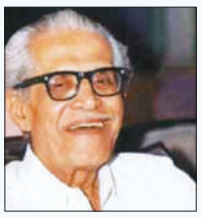

১৯২২ ভি বালসারা এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম ভিয়েস্তাপ আদের্শির বালসারা। ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশক, আবহসঙ্গীত পরিচালক ও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী। ভায়োলিন, ম্যান্ডোলিন, পিয়ানো, অর্কেস্ট্রা-সহ একাধিক বাদ্যযন্ত্রের সাবলীল ব্যবহারে তাঁর সুখ্যাতি ছিল সারা বিশ্বে।

১৯৪০ নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম সম্মেলন নাগপুরে শেষ হল। সুভাষচন্দ্র বসু তখন দলের সভাপতি ছিলেন।

১৯৭৬ গোপীনাথ কবিরাজ (১৮৮৭-১৯৭৬) এদিন প্রয়াত হন। সংস্কৃত পণ্ডিত ও দার্শনিক। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়', ১৯৪৭-এ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 'ডিলিট', ১৯৬৪-এ ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ', ১৯৬৫-এ উত্তরপ্রদেশ সরকার 'সাহিত্য বাচস্পতি' এবং ১৯৭৬-এ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করে। ১৯৬৪-তে তিনি সাহিত্য আকাদেমি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন, ১৯৭১-এ পান সাহিত্য আকাদেমির ফেলোশিপ।

২০২০ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩০-২০২০) মারা যান। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি জ্যোতির্বিজ্ঞানী, লেখক ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞান প্রচারক। কলকাতার পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা-অধিকর্তা। জ্যোতিষশাস্ত্রের নামে কুসংস্কার অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ছিলেন সতত মুখর। সহজ সরল ভাষায় জ্যোতিষশাস্ত্রের ভ্রান্ত দিকগুলো তুলে ধরতেন। তাঁর লেখা বই 'ইজ অ্যাস্ট্রোলজি আ সায়েন্স'-এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে জ্যোতিষশাস্ত্রের নামে মিথ্যাচার ভ্রষ্টাচারের কথা। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার প্রয়াসে আরও কিছু বই লিখেছেন তিনি ইংরেজি ও বাংলায়। তাঁর ২২৫টিরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে আড়াই হাজারেরও বেশি প্রবন্ধ লিখেছেন।

১৯৩২ অমরীশ পুরি (১৯৩২-২০০৫) এদিন পাঞ্জাবের নওয়ানশায়রে জন্ম নেন। বলিউডে ভিলেন চরিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা। সত্যদেব দুবে ও গিরিশ কারনাড-এর মতো বিখ্যাত নাট্যকারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। মিস্টার ইন্ডিয়া, বিধাতা, মেরি জংগ, ত্রিদেব, ঘায়েল, দামিনী, করণ-অর্জুন, নায়ক-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেন।

১৮৮৯ কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) জন্ম নেন। রবীন্দ্রযুগের বিশিষ্ট রবীন্দ্রানুসারী কবি এবং প্রাবন্ধিক। রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুন্দ, কিশলয়, পর্ণপুট, ক্ষুদকুঁড়া ও পূর্ণাহুতি। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভবানীপুর শাখায় সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

জল থইথই

ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে জল থইথই পাতিপুকুর আন্ডারপাস। অবস্থা এমন যেন ছোট গাড়িগুলি নৌকা হয়ে গিয়েছে। ছবি তুলেছেন শুভেন্দু চৌধুরী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৪০

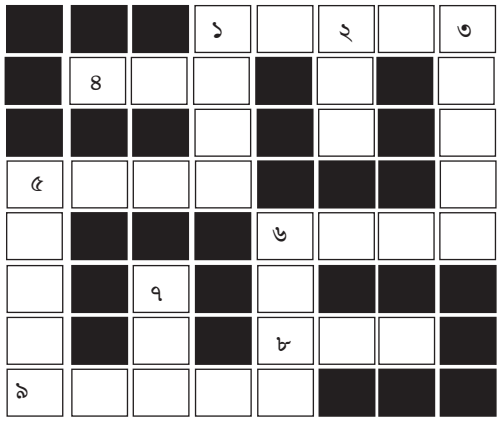

পাশাপাশি : ১. বাবার বড় ভাই ৪. ঐশ্বর্য, ধনসম্পত্তি ৫. খুব সাদা ৬. প্রকাশ ৮. তুচ্ছজ্ঞান, অবজ্ঞা ৯. সূর্য।

উপর-নিচ : ১. ভিজে ২. পরামর্শ, যুক্তি ৩. চালানি মালপত্রের তালিকাসহ বিল ৫. দেহের সর্বত্র বিস্তারিত ধমনিসমূহ ৬. আপশোস ৭. তেজ, প্রচণ্ডতা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৩৯ : পাশাপাশি : ১. কিমত ৪. সকালবেলা ৬. রঙ্গিলা ৭. দাগকাটা ৯. বিপাটন ১২. আদেখা ১৩. মোহনচূড়া ১৪.লওয়া। **উপর-নিচ:** ১. কিশোরকবি ২. তসলা ৩. আলবেদা ৫. লাসিকা ৮. টাকাখাওয়া ১০. পাকামো ১১. নতুনত্ব ১২. আড়াল।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশানী

■ রাকুল প্রীত

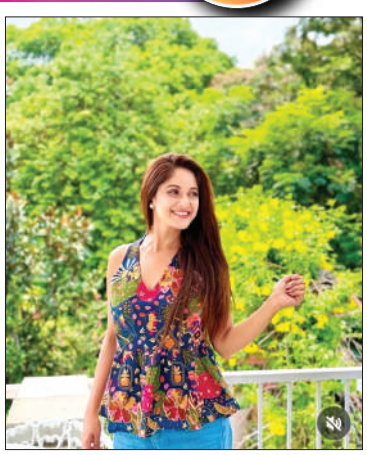

■ তৃণা সাহা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কৈখালিতে জমা জলে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মুখে অ্যাপক্যাব। জমা জলের মধ্যে গর্তে পড়ে যায় চিনারপার্কগামী ক্যাবটি। গাড়িতে আটকে পড়েন চালক-সহ দুই যাত্রী

আমার শহর

22 June, 2026 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২২ জুন ২০২৬
সোমবার

রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতিই সার তলিয়ে যাচ্ছে দুলদুলি ফেরিঘাট

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ : দিনদিন দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠেছে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার রায়মঙ্গল নদীর দুলদুলি ফেরিঘাট ও সংলগ্ন নদীর বাঁধ। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের কোনও রকম উদ্যোগই নেই বর্তমান সরকারের। যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রাণহানি মতো ঘটনাও ঘটতে পারে আশঙ্কা করছে সুন্দরবনবাসী। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সুন্দরবনের পর্যটন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেই দাবি সাধারণ মানুষের।

নদীর বাঁধের ভগ্না দশায় আতঙ্কের মধ্যেই যাতায়াত করতে হয় সাধারণ মানুষকে। বড় বিপদে আশঙ্কায় দিনগুনছে হিঙ্গলগঞ্জবাসী। রাজ্যে নতুন সরকারের কাছে তাদের দাবি যাত দ্রুত সম্ভব কংক্রিট বাঁধ তৈরি করে ফেরিঘাট ও নদীভাঙনের সমস্যার সমাধান করা হোক। এই ভগ্নপ্রায় সেতু সারানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বারবার অর্থের জন্য দরবার করলেও কেন্দ্র তা মঞ্জুর করেনি। বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ায় কংক্রিটের বাঁধ দেওয়া যায়নি। কিন্তু রাজ্য সরকার তার অর্থে সাধ্যমতো কাজ করেছিল। অস্থায়ীভাবে নদীর বাঁধ মেরামত করা হয়েছিল। ফলে স্থায়ী সমাধান না হওয়াতে কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার সেই একই অবস্থা হয়েছে। বারবার এরকম নদীর বাঁধ বসে যায়। ফেরিঘাটের অবস্থা এমন তার নিচে কোন মাটি নেই। কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখন তখন নদীর বাঁধ সহ এই ফেরিঘাটও জলের তলায় তলিয়ে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রানহানির সম্ভাবনাও রয়েছে প্রবল। তাদের অভিযোগ, নতুন সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিকে কোনও নজর দিচ্ছে না। সাধারণ মানুষের আবেদন দুলদুলিতে কংক্রিট বাঁধ তৈরি হোক। ফেরিঘাট তলিয়ে গেলে যাতায়াতের সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। মারখাবে সুন্দরবনের পর্যটন। তাই অবিলম্বে এই দুলদুলি এলাকা জুড়ে কংক্রিট বাঁধ তৈরি করুক নতুন সরকার।

দুলদুলি ফেরিঘাটে বর্তমান দুরবস্থা।

বিজেপির দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ, প্রতিবাদে তৃণমূল

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ : মিথ্যা অভিযোগ তুলে বাজার গরম করছে বিজেপি! হিঙ্গলগঞ্জের দুইবারের তৃণমূল বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলের নামে নানারকমের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁকে গ্রেফতার করাতে চাইছে স্থানীয় বিজেপি। পদ্ম-শিবিরের সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠলেন হিঙ্গলগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক। তাঁর দাবি, আমি কোনওদিন কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। যতদিন বিধায়ক ছিলাম মানুষের জন্য, এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি। পুলিশ এসে আমার বাড়িতে তদন্ত করে যাক বাড়ির মধ্যে কি গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছি! বিজেপি চক্রান্ত করে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে! সম্পূর্ণ মিথ্যা এই অপপ্রচার!

দেবেশ মণ্ডল।

রবিবার দেবেশ মণ্ডলের বাড়ির সামনে তাঁর গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মীরা। এদিন হিঙ্গলগঞ্জের গোবিন্দ কাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীধর কাটিতে দেবেশ মণ্ডলের বাড়ির সামনে বেশকিছু বিজেপি কর্মী, সমর্থক জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। যদিও কী কী দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তার কোনও ব্যাখ্যা বা তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেননি বিক্ষোভকারীরা। অথচ ইডি, সিবিআই তদন্তের দাবি তুলে দেবেশকে গ্রেফতার করাতে চাইছে! হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপির এহেন অন্তঃসারশূন্য দাবি রাজনৈতিক তামাশায় পরিণত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হিঙ্গলগঞ্জ ও হেমনগর কোস্টাল থানার বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রবাহিনী। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ডাম্পারের ধাক্কায় বাদ যুবকের পা

প্রতিবেদন : রবিবাসরীয় সকালে নাগাড়ে বৃষ্টিতে ভাসল শহর থেকে শহরতলি। আর সেই বৃষ্টিতে পথের ধারে আশ্রয় নিতে গিয়েই ভয়ঙ্কর বিপত্তি। মহেশতলা-বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে উড়ালপুলের নিচে দাঁড়িয়েও রক্ষা পেল না যুবক। বৃষ্টিতে না ভিজলেও নিয়ন্ত্রণহীন ডাম্পারের ধাক্কায় কাটা পড়ল পা। আটক করা হয়েছে ঘাতক ডাম্পার-সহ চালককে। জানা গিয়েছে, মহেশতলা-বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের মোল্লার গেট মোড়ে উড়ালপুলের ১০৯ পিলারে নীচে বৃষ্টির সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ব্যক্তি। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎই জিনজিরা বাজারের দিক থেকে মোল্লার গেটের দিকে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসে ১৮ চাকার ডাম্পার। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ওই ব্যক্তিকে ও পিলারের গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এলাকার মানুষ দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে একটি পা বাদ চলে যায়। অপর পায়ের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। ইতিমধ্যেই কলকাতার হাসপাতলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্তে নেমে ওই ডাম্পারটি-সহ তার চালককে আটক করেছে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ মামলা তুলে নিলেন অভিযোগকারী

সংবাদদাতা, বসিরহাট : পরিস্থিতির চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করেছিলেন। অবশেষে চাপের মুখে পড়ে যাবতীয় অভিযোগ তুলে নিলেন অভিযোগকারী। এই ঘটনায় স্তম্ভিত বসিরহাট পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড। তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আস্ত একটি ইট ভাটা দখলের অভিযোগ করা হয়েছিল প্রশাসনিক স্তরে। অবশেষে সত্যি সামনে এল। কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যে সে কথা স্বীকার করলেন স্বয়ং অভিযোগকারী। এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন সব লিখিত অভিযোগ তিনি তুলে নেবেন। তিনি স্পষ্ট জানান, ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ছিলেন। প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন অভিযোগকারী আব্দুল আলি মণ্ডল। বলেন, তাকে প্রভাবিত করে এই মামলা করানো হয়েছিল।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের সাকচুড়া বাগমুননি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশঝাড়িগ্রাম ২০০৯ সালে প্রায় ৩০ বিঘের উপরে একটি ইটভাটা তৈরি হয়েছিল। ২০১২ সালে তাদের নিজেদের সমস্যার জন্য ভাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কর্মহীন হয়ে পড়ে প্রচুর ভাটা শ্রমিক। ২০১৫-১৬ সালে ভাটাকে পুনরুজ্জীবিত করতে বসিরহাট পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুল হাই সিদ্দিকী উদ্যোগ নেন। জমিদাতা দুই পক্ষ এক জায়গায় বৈঠক করার পর সেখানে একটি লিখিত দলিল হয়। আইন মেনে

অভিযোগকারী আবদুল গাজি মণ্ডল

উভয়পক্ষ সম্মতির পর এই ভাটা পুনরায় চালু করেন। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে তিনি ভাটা চালিয়ে আসছেন। রাজ্যে সরকার বদল হতেই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। অভিযোগকারী বলেন, না জেনে ভুলবশত বসিরহাট পুলিশ সুপারের বসিরহাট মহকুমা শাসকের দফতরে বসিরহাট থানার আইসি এমনকি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসক, ভূমি ও ভূমি দফতরকেও লিখিতভাবে আবেদন করেছি আমাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এখন দেখছি ভাটা মালিকের কাগজ সম্পূর্ণ বৈধ উপযুক্ত নথিপত্র ও রেজিস্ট্রি করার ডিড পেপার আইনমাফিক সম্পূর্ণ রয়েছে। জমির মালিকরা স্বেচ্ছায় লিখে দিয়েছেন জমি। তার বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা, অভিযোগ আমরা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। এর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

গাঁজা বিক্রি, ধৃত দোকানি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মুদির দোকানের আড়ালে গাঁজার রমরমা কারবার চলছিল। পুলিশ হানা দিয়ে গ্রেফতার করল দোকানদার সনাতন মাইতিকে। ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়ার ঘটনা। পুলিশি হানায় উদ্ধার ৬৩০ গ্রাম গাঁজা। ধৃতকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ঝাড়গ্রাম জেলার মানিকপাড়া এলাকায় একটি মুদির দোকানের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল গাঁজার অবৈধ ব্যবসা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে ধরে ফেলল পুলিশ। উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা। দোকানদারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মানিকপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সৈকত সেনাপতির নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল রাধানগর এলাকায় অভিযান চালায়। দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় একটি মুদির দোকান থেকে গোপনে মাদকদ্রব্য বিক্রির অভিযোগ উঠছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ নজরদারি শুরু করে।

মা আহারে মিলছে না মাছ, সরব কাউন্সিলর

প্রতিবেদন: গত ৫ জুন ঘটা করে মা আহারে বিজেপি সরকার খাইয়েছিল মাছ-ভাত। পাঁচ টাকার বিনিময়ে সেই কেন্দ্র থেকে মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে আসা লোকেরা মাছ-ভাত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। অভিযোগ, তারপর থেকে পুরাতন মালদহ শহরের মা আহারে মাছ-ভাত মিলছে না। যা নিয়ে সরব হয়েছেন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা। তিনি বলেন, আমরা শুনেছি, সেখানে মাছ দেওয়া হচ্ছে না। এতে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন। পূর্ব ঘোষণামতো সরকারের মাছ খাওয়ানো উচিত। মা আহারের দায়িত্বে রয়েছেন পুরসভার আধিকারিক সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, মিলে মাছ দেওয়ার অর্ডার আসেনি। সেজন্য বন্ধ রয়েছে। সূত্রের খবর, মা আহার থেকে সপ্তাহে দু'দিন মাছ খাওয়ানো হবে, দু'দিন ডিম-ভাত আর দু'দিন নিরামিষ খাবার দেওয়া হবে বলে রাজ্যের ক্ষমতায় এসেই বলেছিল বাংলার বিজেপি সরকার। অনেকের অভিযোগ, সপ্তাহে দু'দিন করে মাছ দেওয়া হচ্ছে না। শনিবার আহার কেন্দ্র পরির্দশন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে ৭ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা ছিলেন। তাঁরা কুপনের বিনিময়ে ডিম-ভাত খান। পুর চেয়ারম্যান বলেন, পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলে মা ক্যাটিন ছিল মঙ্গলবাড়িতে। নতুন রাজ্য সরকার সেটির নাম পরিবর্তন করে শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে নিয়ে আসে। এখানে পাঁচ টাকায় মাছ-ভাত খাওয়ানোর কথা বলা হয়। তবে সেই ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বিজেপির নগর মণ্ডল সভানেত্রী বাসন্তী রায় জানিয়েছেন, সোমবার মা আহারে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।

ফেরার পথে নিখোঁজ মৎস্যজীবী

প্রতিবেদন : গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফেরার পথে ট্রলার থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক মৎস্যজীবী। ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার বনশ্যামনগর বেরার টেঁকা সংলগ্ন তিনমাথা নদীতে। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম কৃষ্ণ দাস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাকদ্বীপের 'এফবি সাবিত্রী' নামে একটি ট্রলার গত ১৫ জুন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। জামাইষষ্ঠীর বাজার উপলক্ষে মাছ নিয়ে ট্রলারটি কাকদ্বীপে ফিরছিল। সেই সময় পাথরপ্রতিমায় ঢোকার মুখে তিনমাথা নদীর প্রবল স্রোতের মধ্যে পড়ে ট্রলারটি। ট্রলারের মাথায় বসে থাকা অবস্থায় অসাবধানতাবশত নদীতে পড়ে যান কাকদ্বীপের অক্ষয় নগরের বাসিন্দা কৃষ্ণ দাস। ঘটনার পরেই ট্রলারের অন্যান্য কর্মীরা উদ্ধারকাজে নামেন। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পরেও তার খোঁজ না মেলায় খবর দেওয়া হয় পাথরপ্রতিমা থানায়।

সম্পাদকীয়

22 June, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিরদাঁড়া

যে বিশ্বাসঘাতকরা দলের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তাদের জন্য ক'টি কথা। প্রথমত, নিজেদের বিধায়ক ও সাংসদ তকমা লাগিয়ে বিজেপির কাছে আপনারা দর বাড়াচ্ছেন। আপনারা যদি বিধায়ক বা সাংসদ না হন তাহলে বিজেপি মোটেই পাত্তা দিত না। মলয় ঘটক বা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কি কেউ ডেকেছে? অর্থাৎ এটা স্পষ্ট আপনারা রাজ্য বিধানসভায় এবং দেশের লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন বলেই সংখ্যাতত্ত্বের রাজনীতিতে বিজেপি আপনাদের বোড়ে হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। বিধায়ক-সাংসদ হয়েছিলেন কোন দলের প্রতীকে? তৃণমূলের। অথচ সেই দলের বিরুদ্ধেই আপনাদের একবাক্স অভিযোগ। এখানেই নৈতিকতার প্রশ্ন। যদি দলের নেতৃত্ব এবং কাজ নিয়ে এত প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা এবং অভিযোগ থাকে, তাহলে পদত্যাগ করুন। ওই একই কেন্দ্র থেকে আবার নির্বাচনে জিতে আসুন। পারলে নির্দল হয়ে। এরপর বিজেপির নেতৃত্বে উন্নয়নে শামিল হোন। তাহলে বিষয়টা সভ্য মানুষের মতো হয়। আর বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল! জিতেছিলেন নিজেদের ব্র্যান্ডিংয়ে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তৃণমূলের ব্র্যান্ডিংয়ে। এই সৎসাহসটা কেউ একবার দেখান। যেভাবে রাজ্যসভার দু'জন দেখিয়েছেন। যাঁরা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের বলতে হয়, নির্বাচনের সময় পার্টি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিয়েছিল। সেই টাকায় নির্বাচন লড়েছেন। হিসেবও দিয়েছেন। যদি অ্যাকাউন্ট নিয়ে এত প্রশ্ন তাহলে তখনই কেন টাকা নিতে অস্বীকার করেননি? পার্টির টাকায় নির্বাচন লড়ে জিতে সেই অ্যাকাউন্ট নিয়েই প্রশ্ন? নির্লজ্জতার সীমা রাখুন। এবং দ্বিতীয়ত, যদি বেআইনি অর্থ হয় তাহলে এখনই সেই টাকা ফেরত দিন। হিম্মত থাকলে কেউ একজন এই কাজটা করুন না। শেষে একটাই তথ্য জানার আছে আপনাদের থেকে— বেইমান তকমা লাগানোর জন্য আপনারা শিরদাঁড়াটা কোন বাজারে বিক্রি করে এসেছেন?

e-mail থেকে চিঠি

বৃষ্টির জার্নি

অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা হল হাইকোর্টে যাওয়ার পথে। কী সোহাগে ফুলের মতো বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ছে পৃথিবীর পরে। বৃষ্টি ভেজা কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা। জায়গায় জায়গায় জলযন্ত্রণা সত্ত্বেও কী দারুণ! ভাবলাম, একটু থেমে যাই। কিসের এত ব্যস্ততা? 'We have no time to stand and stare?' না, আমি আজ বৃষ্টি দেখে যাব। অনেকদিন পর তার সঙ্গে দেখা। এত বৃষ্টি! মনে হয় বিরহিনী রাই। অনেক দিন পর তার প্রেমিককে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদে চলেছে। ফুটপাতের পাশে এক চায়ের দোকান। এক কাপ মাটির ভাঁড়ের চা খাব। চায়ে মুখ দিয়ে ভাবছি, যদি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। আর এক কাপ চা দাও। চা-ওয়ালা হাতে এক কাপ চা দিল। মনে হল, মুচকি হাসি হাসছে বৃষ্টি। এত কিছু! সবই ঈশ্বরের উপহার। এই বৃষ্টি যদি শেষ না হয়! সারাদিন বৃষ্টির মাঝে থাকব আমি! সারাদিন রিমঝিম রিমঝিম। এখন বুঝলাম মহাকবি কালিদাস কেন মেঘদূত লিখেছিলেন, কেন লিখেছিলেন মেঘমন্দ্র শ্লোক, বিশ্বের যত বিরহ শোক।

বৃষ্টি ভেজা যক্ষিণীর রূপ কেমন একবার দেখে নেব, সেই অপরূপকে।

তন্বী তনু বর্ণ শ্যামা
দন্ত তুষার শিখর যেন।
রক্তবরণ অধর দুটি
পক্ব রাঙা বিম্ব যেন।
শীর্ণ কটি, গভীর নাভি,
ত্রস্তা মৃগীর তুল্য দিঠি।
নিবিড় নিতম্বের ভারেই
অলস মৃদু যার গতিটি।

সুদূর অলকা থেকে সেই বৃষ্টির জার্নি অবিরাম গতিতে, অবিরামভাবে ঝরে চলেছে তিলোত্তমার দ্বারে। বৃষ্টি, তুমি কি শুধু বৃষ্টি? প্রেমের ছোঁয়া নও? তুমি আমার মেঘকন্যা। এত রূপ! এত কোমল! এত মিষ্টি! তোমার ছোঁয়া লেগে থাক আমার সারা জীবন ধরে।

— **সুবল সরদার, মগরাহাট**
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি এখন শুধুই বিস্মৃতি

চলছে কেবল ইতিহাস বিকৃতির পালা। এটাই ফের বুঝিয়ে দেওয়ার খেলা অনুষ্ঠিত হল তারকেশ্বরে। লিখছেন **আকসা আসিফ**

পাঁচ মাস আগে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা তাঁর মনে পড়ল না। ৭৯ বছর আগের যন্ত্রণা, দুঃখের কথা জাগিয়ে তুলে বাজার মাত করার বজ্জাতি করে গেলেন নরেন্দ্র মোদি। এই শুভেন্দু শাসিত বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে।

১৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে সভা করেছিলেন মোদি। পরিত্যক্ত কারখানার জমিতে। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে সেটিই ছিল তাঁর প্রথম সভা। শনিবার তাঁর হেলিকপ্টার নামল তারকেশ্বরের কাছাকাছি, বাওনার মাঠে। সভা হল তার পাশে। জায়গাটি সিঙ্গুর থেকে ২৫ কিমি দূরে। চাষের জমিতে ইট, পাথর, স্টোনচিপস, বালি ফেলে তৈরি ময়দানে।

বাংলায় টাটার বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা, সেই সূত্রে রাজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কথা, তাঁর মুখ দিয়ে বের হল না। উল্টে মোদি শুধু বললেন, ''২০ জুন শুধু একটি তারিখ নয়। আমরা এই দিনটি স্মরণ করি পুরো ইতিহাসকে স্মরণ করার জন্য। আগামী প্রজন্মকে সেই ইতিহাস জানাতে হবে। সেদিন পুরো বাংলাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল। কংগ্রেস সেই ষড়যন্ত্রের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিরা তার আগে শুরু করেছিলেন বাঙালি হিন্দু হোমল্যান্ড আন্দোলন।'' মোদি দাবি করেন যে, সেই আন্দোলনের ফলেই পশ্চিমবঙ্গের নির্মাণ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এইটাই কি বাংলার ইতিহাস? এইটুকু শুধু? বোধহয় তেমনটা নয়।

আমরা ভুলে যাইনি, ব্রিটিশের কাছে বারবার মুচলেকা দেওয়া উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ইতিহাস। কিন্তু রাজ্যের সেই ভূতের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের কোনও কথা শোনা গেল না তাঁর মুখে। অথচ গত ১৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরের সেই সভায় 'ধুম মাচানো'র পরিকল্পনা শুনিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেদিন উপস্থিত মানুষের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ''আপনার একটি ভোটই ঠিক করবে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ কেমন চলবে। এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ঠিক হলে তবেই বিনিয়োগ আসবে। এখানে ধনেখালির শাড়ি বিখ্যাত। বিজেপি 'এক জেলা এক পণ্য' নীতি অনুসারে প্রতিটি জেলার এমন পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেবে। চটশিল্পের উন্নতি ঘটাবে। হুগলির আলু, পেঁয়াজ বিখ্যাত। আমার স্বপ্ন সারা পৃথিবীতে ভারতের কৃষকদের উৎপাদন, মৎস্যজীবীদের মাছ ধুম মাচাবে।''

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দিবসে মিথ্যে ইতিহাস প্রচারের বেলায় ধনেখালি শাড়ির কথা আসেনি। আসেনি হুগলির আলুর কথা। চটশিল্পের কথাও নয়। 'সারা পৃথিবীতে ভারতের কৃষকদের উৎপাদন, মৎস্যজীবীদের মাছ ধুম মাচাবে' কোন দিশায়, কী তার পরিকল্পনা— সেসব বৃত্তান্তও ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রধানমন্ত্রী একবারও বললেন না।

সেসবের পরিবর্তে বললেন, '৪৬-এ কলকাতা আর নোয়াখালির দাঙ্গার কথা। বললেন, দেশভাগের কথা। কুমিরের কান্না কেঁদে, আরএসএস-এর স্ক্রিপ্ট মেনে আক্ষেপ করলেন, ''স্বাধীনতার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিদের সেই ভাবধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ চলেনি।'' তাঁর বক্তব্য, ''গত সবকটি সরকার অনুপ্রবেশকে আটকানোর চেষ্টা করেনি। বাংলা পিছিয়েছে।'' তাঁর আরও দাবি, ''লেফট এবং টিএমসি বাংলায় যে গর্ত খুঁড়েছে, তা ভরানোর কাজ শুরু করেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার।'' প্রধানমন্ত্রীর গলায় অপার আশা, ''বাংলার মানুষের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাঁরা স্বাধীনতা পেয়েছেন।'' কাজ নাকি শুরু হয়ে গেছে।

আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা চালু হওয়া, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছানোর জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর হওয়া, মহিলাদের সরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত, নিয়োগের পরীক্ষায় পাঁচ বছর ছাড়, সীমান্তে কাঁটাতারের জানা বিএসএফ-কে জমি দেওয়া রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপগুলিকেই 'কাজ শুরু'র উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এটি কী বলেছেন তিনি? প্রধানমন্ত্রী রাসায়নিক ব্যবহার কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''মাটি আমাদের মা। আমাদের মা'কে আমরা রাসায়নিক প্রয়োগ করে মারতে পারি না। এই উদ্যোগকে তিনি 'খেত বাঁচাও অভিযান' হিসাবে তিনি বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এসব তো চেনা বুলি। আসল অস্ত্র ছিল তাঁর ইতিহাসকে গুলিয়ে দেওয়ার আয়োজন।

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের অছিলায় একটা বিষাদবিধুর স্মৃতি উসকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ২০ জুন অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রাদেশিক আইন সভায় বাংলাভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেই দিনটিকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসাবে পালনের আয়োজন করেছিল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সেই সূত্রেই তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রীর সভার আয়োজন করা হয়েছিল। জায়গা-মাহাত্ম্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তারকেশ্বরের কোনও সংযোগ নেই। ১৯৪৭-এর এপ্রিলে তারকেশ্বরে সভা করেছিল হিন্দু মহাসভা। সেখানে বাংলাকে ভেঙে 'হিন্দু প্রধান বাংলা' বানানো এবং তাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব নেয় ব্রিটিশকে মুচলেকা লেখ্য বিনায়ক দামোদর সাভারকরের দল, হিন্দু মহাসভা।

তাদের ক্ষমতা ছিল খুবই অল্প। তাদের কথাতে যে বাংলা ভাগ হয়েছিল, তেমনটাও নয়। তবুও সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের যন্ত্রণার, দুঃখজনক বাংলাভাগের পক্ষে থাকা একটি দলের বৈঠক সেখানে হয়েছিল বলেই তারকেশ্বরে হাজির হয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি।

সেখান থেকেই মোদি হাওড়ায় নতুন ডিভিশনাল হাসপাতাল, পূর্ব মেদিনীপুরের হাউর এবং রাধামোহনপুরের মধ্যে ওভারব্রিজ বানানো, হরিণঘাটায় ছাগলের বীর্য উৎপাদন এবং ধারণকেন্দ্র নির্মাণ, ফ্রেজারগঞ্জে মৎস্যবন্দরের সম্প্রসারিত অংশের মতো কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে, নরেন্দ্র মোদির সভা মঞ্চে একদিকে ছিল নরেন্দ্র মোদি এবং শুভেন্দু অধিকারীর ছবি। আর একদিকে ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দর ছবি। ঢাকার মাদারিপুরে জন্ম নেওয়া প্রণবানন্দর সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশভাগের কী সম্পর্ক, সে কথা আরএসএস বিজেপির মিথ্যে ন্যারেটিভ তৈরি করা লোকগুলো ছাড়া কেউ জানে না। তারকেশ্বর কিংবা হুগলি জেলার কোথাও প্রণবানন্দের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ভারত সেবাশ্রম সংঘের কোনও বিশেষ আশ্রমও নেই। তাও এই প্রণবানন্দর ছবি ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যবাহী।

সভায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া একজনই বলেছেন। তিনি শুভেন্দু অধিকারী। শ্যামপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ জন জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১২৫ ফুটের মূর্তি উদ্বোধন হবে আগামী ৬ জুলাই, যাতে আগামী দিনে কেউ তাঁকে ভুলতে না পারে, এর বাইরে অন্য কোনও জনমুখী প্রকল্পের ঘোষণা বা আগামী দিনে রাজ্য সরকারের অন্য কোনও সদিচ্ছার কথা তাঁর মুখে শোনা যায়নি।

এক কথায়, প্রতিশ্রুতি ভুলে ইতিহাস বিকৃতিই সম্বল মোদি ও শুভেন্দুর, সেটা বুঝিয়ে দিতেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের আয়োজন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভাসমান কলকাতায় জলযন্ত্রণা, ভোগান্তি সর্বত্র

প্রতিবেদন : আচমকাই অন্ধকার নামল শহরে। রবিবাসরীয় সকালে মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া আর বজ্রপাত। ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতেই ফিরল কলকাতার চেনা জলযন্ত্রণার ছবি। জলমগ্ন উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায় ছুটির দিনেও ব্যাপক ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ। একাধিক রাস্তায় গাছ পড়ে স্তব্ধ যান চলাচল। শ্যামবাজার থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, চাঁদনি চক, ধর্মতলা, বালিগঞ্জ, শিয়ালদহ, আলিপুর, যাদবপুর, গড়িয়া, বেহালা ও সল্টলেকের মতো ব্যস্ততম এলাকাগুলিতে হাঁটু সমান জল জমে নাজেহাল মানুষ, ভোগান্তি সর্বত্র। বিরোধীপক্ষে থাকতে বিজেপি নেতারা কলকাতার জলযন্ত্রণা নিয়ে যেভাবে ভাষণ দিতেন, এখন অল্প বৃষ্টিতেই ভাসমান তিলোত্তমা নিয়ে সেই পদ্ম-নেতারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। দেড়মাসেরও বেশি সরকারে থেকেও শহরের জল জমা রোধে নতুন কোনও পরিকল্পনা আনতে পারেনি শুভেন্দু-সরকার।

রাজ্যে বর্ষা ঢুকে পড়েছে। শনিবার থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। জারি হয়েছিল কমলা সতর্কতাও। সেইমতো রবিবার সকাল থেকেই মেঘলা ছিল কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির আকাশ। সকাল ১১টার পর আচমকা সন্ধ্যে নামে শহরের বুকে। তারপরই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মুষলধারে বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেকের টানা বৃষ্টিতেই কার্যত অর্ধেক কলকাতা জমা জলের স্রোতে ভেসে যায়। ধর্মতলা থেকে শিয়ালদহে হাঁটু সমান জল। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, থিয়েটার রোড, আমহার্স্ট স্ট্রিট, সুকিয়া স্ট্রিট, এমজি রোড, এবং ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি সংলগ্ন রাস্তাও জলের তলায় চলে যায়। পাটুলি, যাদবপুর, কসবা, যোধপুর পার্কের মতো এলাকাতেও জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়। বেহালা, সল্টলেক, উল্টোডাঙা ও কাঁকুড়গাছিতেও হাঁটু-জল জমে। এমনকি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালের ভিতরেও জল ঢুকে পড়ে। হাঁটুজলের মধ্যেই ট্রলি ঠেলে যাতায়াত করতে হয় রোগীর পরিজনদের। কলকাতা পুরসভার তরফে লকগেট ও পাম্পিং স্টেশনগুলির মাধ্যমে জল নামানোর চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সব জায়গায় সময়মতো পাম্প পৌঁছতে পারেনি। কন্ট্রোল রুম থেকে গোটা বিষয়ের উপর নজরদারি চালানো হয়।

অন্যদিকে, প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় শহরের একাধিক জায়গায় গাছ উপড়ে পড়ে বিপত্তি দেখা যায়। চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি বড় গাছ পড়ে গোটা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে। গাছটি বিদ্যুতের তারের উপর ভেঙে পড়ায় খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুরসভা এবং সিইএসই-র কর্মীরা। দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়, রাসবিহারী কানেক্টর, সার্দান অ্যাভিনিউ এবং ঢাকুরিয়া সংলগ্ন এলাকায় গাছ ভেঙে পড়ায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর কলকাতার গিরীশ পার্ক এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতেও গাছ পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এদিকে, গাছ পড়ার পাশাপাশি বহু জায়গায় ওভারহেড বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় সুরক্ষার স্বার্থে সিইএসসি সাময়িকভাবে কিছু এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। গাছ পড়ে ব্যাহত হয় কবি সুভাষ থেকে দমদম রুটের মাটির উপরের অংশে ঝড়ে লাইনের ওপর গাছের ডাল পড়ে মেট্রো চলাচল থমকে যায়। ওভারহেড তারে ডালপালা পড়ে যাওয়ায় শিয়ালদহ দক্ষিণ এবং হাওড়া লাইনের লোকাল ট্রেন পরিষেবা কিছু সময়ের জন্য থমকে যায়। কৈখালির রাস্তায় জলের মধ্যে উল্টে যায় অ্যাপক্যাব। গাড়ির মধ্যেই আটকে পড়েন যাত্রীরা। ট্রাফিক পুলিশের চেষ্টায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়। আবার পার্ক স্ট্রিট, সার্দান অ্যাভিনিউ ও সল্টলেক এলাকায় বেশ কিছু চারচাকা গাড়ির ওপর ভারী গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। তবে শহরে কোনও বড় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এদিন নিট পরীক্ষা (রি-টেস্ট) থাকায় বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় ভোগান্তির মুখে পড়েন পরীক্ষার্থীরাও। কলকাতার পাশাপাশি দুই ২৪ পরগনা ও হাওড়া-হুগলির বহু জায়গায় জলযন্ত্রণার ছবি দেখা যায়।

রবিবাসরীয় সকালের বৃষ্টিতে জলবন্দি কলকাতার ছবি

রাজ্য
22 June, 2026 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টানা বৃষ্টিতে গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তায় চলাচল ব্যাহত। নাকাল জনজীবন। রবিবার প্রবল বৃষ্টিতে চাঁদনি চক এলাকায় একটি বড় গাছ ভেঙে বিদ্যুতের তারের উপর গিয়ে পড়ে

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে বাড়ছে মৃত্যু, নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ প্রশাসন

সৌমেন মল্লিক • সুন্দরবন

বাঘের আক্রমণে মৃত বন্দনা দাস ও আরও এক গ্রামবাসী।

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মানুষের জীবন আজ বিপন্ন। সুন্দরবনের নদী-নালায় কাঁকড়া ধরতে বা জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বাঘের মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। মাত্র কয়েকদিনে মৃত্যু হয়েছে ১১ জন মৎস্যজীবীর। অথচ এই চরম সংকটের দিনেও কোনও নিরাপত্তা দিতে পারেনি বন দফতর। বর্তমান সরকারের চরম গাফিলতি ও উদাসীনতার কারণে আজ নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে দলে দলে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন সুন্দরবনের মানুষ। কেবল পেটের টানে এবং বাঁচার আশায় মানুষ আজ পরিযায়ী শ্রমিক হতে বাধ্য হচ্ছেন।

বাঘের আক্রমণে বহু পরিবার তাদের একমাত্র উপার্জনকারী মানুষকে হারিয়েছে। পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর কোনও সদিচ্ছা দেখায়নি বর্তমান সরকার। আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার দাবিতে সরব হয়েছেন সুন্দরবনের বাসিন্দারা।

দিনে দিনে সুন্দরবনে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের। সুন্দরবনের ঝড়-ঝঞ্ঝার পাশাপাশি নদীর জলোচ্ছ্বাসের ফলে ধান জমি নষ্ট হচ্ছে নোনা জলে, আবার কোথাও চাষযোগ্য জমি চারিদিকে বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে নোনা ভেড়ি, আবার কোথাও তৈরি হচ্ছে ইটভাটা, আবার কোথাও ইটের পাথরের ঘর বাড়ি দালান, ফলে বিভিন্ন কারণে নষ্ট হচ্ছে চাষযোগ্য ফসল, উপযোগী উর্বর জমি।

সুন্দরবনের বেশিরভাগ যুবক এখন পরিযায়ী শ্রমিক। আজ যারা সুন্দরবন ছেড়ে যেতে চান না তাঁরা রুজি-রুটির জন্য, কখনও মাছ কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনের জঙ্গলে যাচ্ছেন, কেউ বা মধু সংগ্রহে যাচ্ছেন সুন্দরবনে। এদের সামনেই থাকে বড় বিপদ। এরা মাঝেমাঝেই বাঘের সামনাসামনি হচ্ছেন। এটাই এঁদের ভবিতব্য। গত ১৮ দিনে কুলতলির ৫ জন মৎস্যজীবী বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। ২০২৬ সালে এপর্যন্ত ১১ জন বাঘের আক্রমণে আক্রান্ত হন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন নিহত ও ২ জন আহত হয়েছেন। মৃত মৎসজীবী বন্দনা দাসের পরিবারের প্রতি পাশে থাকার বার্তা দেননি রাজ্যের বনমন্ত্রী। বনমন্ত্রীর এই নীরবতায় মৎস্যজীবীদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে দ্রুত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনের সরকারি চাকরি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মানবাধিকার সংগঠনের কর্মকর্তারা। সাধারণ মানুষের দাবি— অবিলম্বে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে উপযুক্ত সুরক্ষা বলয় তৈরি করতে হবে এবং এলাকায় বিকল্প রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে হবে।

পাণ্ডুয়ায় বাজ পড়ে মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের

মৃত বাপ্পা মুখোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া: বজ্রাঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হল পাণ্ডুয়া থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। মৃতের নাম বাপ্পা মুখোপাধ্যায় (৪০)। রবিবার সকালে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পাশের মাঠ থেকে পোষা গরু আনতে গিয়েছিলেন তিনি। তখন বাজ পড়ে তাঁর উপর। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন বাপ্পা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়ে, এদিন সকাল থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হচ্ছিল। পাণ্ডুয়ার সিমলাগড়-তালবোনা এলাকার বাসিন্দা বাপ্পা সকালের দিকে বাড়ির পাশের মাঠে গরু আনতে যান। সেই সময় আচমকা বাজ পড়ে তাঁর উপর। স্থানীয়রা ছুটে এসে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাজ পড়ে একটি গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পাণ্ডুয়া থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন বাপ্পা। অবিবাহিত বাপ্পা চার ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট। পড়াশোনায় মেধাবী ছিলেন তিনি। তাঁর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমেছে পাণ্ডুয়া থানা ও পুলিশ মহলে। সহকর্মীরা জানিয়েছেন, কর্তব্যপরায়ণ ও মিশুকে বাপ্পা সকলেরই প্রিয় ছিলেন। বাপ্পার দাদা সজল বলেন, ভাই মাঠে গরু আনতে গিয়েছিল। তখনই বাজ পড়ে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু মৃত বলে জানান। পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অমাবস্যার ভরা কোটালে ভাঙল নদীবাঁধ আতঙ্কে কাটাচ্ছেন মৌসুনি দ্বীপের বাসিন্দারা

বর্ষায় বিপর্যস্ত মৌসুনি দ্বীপের ১৪ নম্বর সোয়াল এলাকার বটতলা নদীবাঁধ।

প্রতিবেদন : ২৪ ঘণ্টাও কাটল না, অমাবস্যার ভরা কোটালের মরণ কামড়ে ফের বড়সড় বিপর্যয় নামল সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপে। বালিয়ারার সল্ট ঘেরির পর এবার শুক্রবার সকালে নামখানা ব্লকের মৌসুনি দ্বীপের ১৪ নম্বর সোয়াল এলাকার বটতলা নদীবাঁধে এক ভাঙন দেখা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে নদীর রাক্ষুসে ঢেউয়ের তোড়ে তলিয়ে যায় প্রায় ১৫০ মিটার দীর্ঘ নদীবাঁধ। এই ঘটনার পর থেকেই গোটা এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে আশঙ্কা ও গ্রাম ডোবার আতঙ্ক।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ১৪ নম্বর সোয়াল এলাকার এই বটতলা নদীবাঁধটি দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত দুর্বল ও বিপজ্জনক অবস্থায় পড়েছিল। ভরা কোটালের জেরে নদীর জলস্তর হু হু করে বৃদ্ধি পাওয়ায় জলের তীব্র চাপ আর সামলাতে পারেনি এই জরাজীর্ণ বাঁধ। শুক্রবার সকালে জলের ধাক্কায় হুড়মুড়িয়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় বাঁধের একটি বিশাল অংশ।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই নদীবাঁধ সংস্কারের নামে প্রশাসনের খাতায় লক্ষ লক্ষ টাকার খরচ দেখানো হলেও বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নামমাত্র মাটি আর বালির বস্তা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। স্থায়ী বোল্ডারের বাঁধ নির্মাণ না করার কারণেই আজ এই দশা। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, প্রায় ১৫০ মিটার নদীবাঁধ চোখের সামনে ভেঙে গেল। আমরা এখন চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। যে কোনও মুহূর্তে নোনা জল ঢুকে আমাদের ঘরবাড়ি, চাষের জমি সব ভাসিয়ে দেবে। প্রশাসনের কাছে জোড়হাতে আবেদন, এই জোড়াতালির অস্থায়ী মেরামত বন্ধ করে আমাদের বাঁচানোর জন্য অবিলম্বে একটি পাকাপোক্ত ও স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধ তৈরি করা হোক।

পরপর দু'দিন মৌসুনিদ্বীপের দুই প্রান্তে যেভাবে সমুদ্র ও নদীবাঁধ তাসের ঘরের মতো ভাঙছে, তাতে স্পষ্ট যে সুন্দরবনের এই দ্বীপটি এখন এক চরম সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। আপাতত গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও, সেচ দপ্তর ও প্রশাসনের দ্রুত যুদ্ধকালীন তৎপরতার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে মৌসুনি দ্বীপের বাসিন্দারা। বাঁধ ভেঙে গেলেও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনও তৎপরতা চোখে পড়েনি।

উত্তরের ২ জেলায় জারি লাল সতর্কতা

প্রতিবেদন : রবিবারের বিপুল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। আগামী সাতদিন একই রকম আবহাওয়া থাকবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে। একটানা অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে হঠাৎ বৃষ্টিতে খানিকটা স্বস্তি ফিরেছে। নিম্নমুখী হয়েছে তাপমাত্রা। রাজ্যে এখন সক্রিয় বর্ষা। সমুদ্র থেকে বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় উত্তর ও দক্ষিণ—দুই বঙ্গেই বৃষ্টির পরিস্থিতি জোরালো হয়েছে। ঘণ্টায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে এই জেলাগুলিতে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জন্য আরও বেশি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অতি প্রবল ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কারণে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

মোবাইল চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছাত্রের মৃত্যু

প্রতিবেদন: অসতর্ক হয়ে মোবাইল চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক পড়ুয়ার। ঘটনায় জখম হয়েছে আরও এক পড়ুয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার রাধানগর বিএনএম ইনস্টিটিউশনের আবাসিক হস্টেলের ঘটনা। মৃতের নাম শ্রীবাস নস্কর। সে ক্লাস এইটের ছাত্র। জখম হয়েছে নবম শ্রেণির ছাত্র কল্যাণ সর্দার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হস্টেলে মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য একটি তার টেনে সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছিল কল্যাণ। অসতর্ক হওয়ায় সেই প্রথমে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় শ্রীবাস। পুলিশ তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শ্রীবাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কল্যাণের আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ঘটনায় হস্টেলে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতি ও নজরদারির অভাবের অভিযোগও উঠছে।

৩০ হাজারে ভিডিও কলে প্রশ্নপত্র!

(প্রথম পাতার পর) নিট পরীক্ষার আসল প্রশ্নপত্রটি রয়েছে। আর সেই প্রশ্নপত্রটি পেতে হলে দিতে হবে নগদ ৩০ হাজার টাকা।

এদিকে একের পর এক এই ঘটনায় কেন্দ্রের গাফিলতির প্রশ্নই উঠছে। যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে নিরাপত্তার বড় বড় বুলি আউড়ানো হয়, সেখানে মাত্র কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে প্রশ্নের দফারফা কীভাবে সম্ভব? একটা বিষয় স্পষ্ট এই দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে। পরীক্ষা ব্যবস্থার রক্ষকরাই আজ ভক্ষকের ভূমিকা পালন করছে, আর কেন্দ্র হাত গুটিয়ে বসে তামাশা দেখছে।

দিনের পর দিন প্রশ্ন ফাঁস, দুর্নীতি এবং পরীক্ষার্থীদের আত্মহত্যার খবর সামনে আসার পরেও কেন কেন্দ্র কোনও কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না? কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যর্থতার দায় কে নেবে? বারবার কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁসের চক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে, আর আমাদের দেশের শিক্ষামন্ত্রী কেবল 'তদন্তের আশ্বাস' দিয়েই নিজেদের দায় এড়াচ্ছেন। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ যাঁদের হাতে, সেই হবু চিকিৎসকদের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে সরকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

22 June, 2026 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২২ জুন ২০২৬
সোমবার

গরম বলে শ্রমিক অনীল মণ্ডল (৫৫) মাঠে বসেছিলেন। সেই সময় বিক্রম মণ্ডল নামে একজন মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে এসে চাপা দেয়। শনিবার রাতে পুরাতন মালদহ পুরসভার চিতোরপুরে

ময়নাগুড়িতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় হত ৬, জখম ৩০, অভিষেকের শোক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ময়নাগুড়িতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেলারের পিছনে দ্রুতগামী সরকারি যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা মারলে মৃত্যু হয় ছয় যাত্রীর। জখম হয়েছেন ৩০ জন। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। যাঁরা আহত হয়ে চিকিৎসাধীন, তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। দুর্ঘটনাগ্রস্তরা যেন শক্তি ও সাহায্য পান, সেই কামনা করেন।

রবিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারগামী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার একটি বাস ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ময়নাগুড়ির উল্লাডাবড়ি এলাকায়। বাসের গতি অত্যন্ত বেশি থাকায় সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসের সামনের অর্ধেক অংশ দুমড়ে-মুচড়ে ট্রেলারের ভেতরে ঢুকে যায়। এখনও পর্যন্ত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ৩০ গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে ময়নাগুড়ি

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস থেকে চলছে উদ্ধারকাজ।

থানার আইসি, হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ এবং দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। দীর্ঘ সময় জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হলেও, পুলিশ দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি দুটি সরিয়ে যান স্বাভাবিক করে। বাসের চালককে পুলিশ আটক করেছে। ছয়জনের মৃতের মধ্যে তিনজন পুরুষ, দুজন মহিলা এবং একটি শিশু। তাঁদের মধ্যে সুজন সরকার (২৫) ও যমুনা রায় (৪৯) ময়নাগুড়ির বাসিন্দা, শুভঙ্কর শীল (৩২) কোচবিহারের, পম্পা দাস সাহা (২৬) ও তাঁর দেড় বছরের সন্তান বিবেক শিলিগুড়ির। একজনের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি জানান, উদ্ধারকাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান চলছে।

সেতু থেকে নদীতে পড়ল লরি, মৃত চালক ও খালাসি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : প্রবল বৃষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার মেন্দাবাড়ি এলাকায় ভাঙানি সেতু থেকে রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যায় একটি লরি। শনিবার রাতের ঘটনা। ওই ঘটনায় ট্রাকের চালক ও খালাসি দুজনেই চাপা পড়ে যান লরির নিচে। দুর্ঘটনার পরেই গতকাল রাতে গভীর রাত পর্যন্ত চেষ্টা করার পরও উদ্ধারকারী দল চালক ও খালাসিকে উদ্ধার করতে পারেনি প্রবল বৃষ্টি ও নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ায়। রবিবার সকালে ফের উদ্ধারকাজ শুরু করেন

বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। তাতেই জলে পড়ে যাওয়া ট্রাকের তলা থেকে চালক ও খালাসির মৃতদেহ উদ্ধার করে উদ্ধারকারী দল।

প্রবল স্রোতে ভাঙল হলং নদীর অস্থায়ী কাঠের সেতু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : গত বছর পুজোর মুখে ভুটান থেকে নেমে-আসা জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল মাদারিহাট টুরিস্ট লজে ঢোকার কাঠের পুরনো সেতুটি। তারপর সেই বিপর্যয়ের সময় সেখানে থাকা পর্যটকদের হাতির পিঠে ও পে-লোডারে চাপিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল মাদারিহাটে। পরবর্তীতে বনকর্মী ও টুরিস্ট লজের কর্মীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি অস্থায়ী কাঠের সেতু তৈরি করা হয়। সেটিতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকত সবসময়। এবার শনিবার রাতে জলদাপাড়া হলং নদীর সেই অস্থায়ী কাঠের সেতু ভেঙে গেল। গতকাল রাতে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে হলং নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পায়। জলের সেই প্রবল স্রোত অস্থায়ী কাঠের সেতুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। জলের ধাক্কাতেই কাঠের সেতুটি ভেঙে যায়। গত বছর মুল ভাঙা সেতুটি পরিদর্শন করে প্রাক্তন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা নতুন সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। বীরবাহার উদ্যোগে নতুন সেতুর কাজ ইতিমধ্যেই শুরুও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অস্থায়ী সেতুকে ভেঙে পড়ায় বিপাকে পড়লেন বনকর্মী থেকে শুরু করে টুরিস্ট লজের কর্মীরা।

রায়গঞ্জে গাছ পড়ে বন্ধ জাতীয় সড়ক

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর এলাকায় রবিবার পুরনো জাতীয় সড়কের ওপর আচমকাই একটি বিশালাকার প্রাচীন কৃষ্ণচূড়া গাছ ভেঙে পড়ে। এই আকস্মিক ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ব্যস্ত রাস্তার ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রবিবার যখন গাছটি হুড়মুড়িয়ে রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ে, ঠিক সেই সময় ওই পথ দিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান এবং একটি ট্রাক্টর যাচ্ছিল। গাছের একটি বিশাল অংশ গাড়ি দুটির ওপর পড়ে। তবে বরাতজোরে কোনও

গাছ ভেঙে একটি লরির উপর পড়েছে।

বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনায় সামান্য চোট পেয়েছেন পিকআপ ভ্যানের চালক সাদিকুল মণ্ডল। তবে বড় কোনও অঘটন না ঘটায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় রীতিমতো আতঙ্কিত সাদিকুল জানান, হঠাৎ করেই গাছটি গাড়ির ওপর ভেঙে পড়ে। হাতে সামান্য চোট লাগলেও, অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা হয়েছে। গাছটি রাস্তার ঠিক মাঝখানে পড়ে যাওয়ায় ওই রুটে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয়রা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে রায়গঞ্জ থানা ও বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাস্তা থেকে গাছটি কেটে সরানোর কাজ শুরু হয়। জাতীয় সড়কে দীর্ঘ যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন বহু যাত্রী।

ঝড়ে কুলিক পাখিরালয়ে মৃত্যু বহু পরিযায়ী পাখির

আহতদের চিকিৎসা না করে বনকর্মীরা ব্যস্ত যোগ দিবস পালনে

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : শনিবার রাতের প্রবল ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ল রায়গঞ্জের কুলিক পাখিরালয়ের পরিযায়ী পাখিরা। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে অভয়ারণ্যের একাধিক বড় গাছ উপড়ে গিয়েছে এবং বহু গাছের ডালপালা ভেঙেছে। এর জেরেই সদ্য বাসা বাঁধা পাখিদের বাসা থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে বেশ কিছু পাখি। এই চরম সংকটের মুহূর্তেও উদ্ধারকাজে বন দফতরের উদাসীনতা ও ভিন্ন অগ্রাধিকার নিয়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশপ্রেমীদের মধ্যে। বর্ষার শুরুতেই এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ পাখিরালয়ে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি এসে বাসা বাঁধে। শনিবার রাতের ঝড়ের তীব্রতায় বহু পুরনো গাছ ও ডালপালা ভেঙে সরাসরি পাখিদের বাসার ওপর পড়ে। ফলে বাসা থেকে পড়ে বহু পূর্ণবয়স্ক ও শাবক পাখির মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে যেখানে প্রাতর্ভ্রমণে যাওয়া মানুষদের চোখে পড়ে পাখিদের দুরবস্থা। তাঁরা বন দফতরে খবর পাঠান। কিন্তু অভিযোগ বনকর্মীরা আহত

পাখিদের দ্রুত উদ্ধার ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না করে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা মৃত পাখিগুলিকে সংগ্রহ করার পাশাপাশি আহত পাখিদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ কুলিক পাখিরালয়ে প্রতি বছরই এই পাখিরা প্রজননের জন্য আসে। একদিকে প্রকৃতির মার, অন্যদিকে উদ্ধারকাজে বন দফতরের ঢিলেমি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

বন্ধুদের সঙ্গে যমুনায় স্নান করতে নেমে মৃত্যু নবম শ্রেণির এক ছাত্রের

প্রতিবেদন : বন্ধুদের সঙ্গে যমুনা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রের। নাম সোহম পোদ্দার (১৫)। রবিবার দুপুরের ঘটনা, হিলি থানার বারোয়ারিতলা শ্মশান এলাকায়। দুর্ঘটনার পরেই বিএসএফ জওয়ানরা উদ্ধারকাজে নামেন, সঙ্গে পুলিশও। ঘণ্টাতিনেকের চেষ্টায় ছাত্রটিকে উদ্ধার করা হয়। গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। হিলি থানার বাসুদেবপুর চেকপোস্ট এলাকার বাসিন্দা সোহম। বাবা প্রসেনজিৎ পোদ্দার। বালুরঘাট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সোহম। রবিবার দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে বারোয়ারিতলায় যমুনায় স্নান করতে নামে। আর তাতেই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হিলি থানার পুলিশ। যমুনা নদীর জলে তল্লাশি চালাতে পুলিশি হস্তক্ষেপে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিএসএফ। তারপরেই তল্লাশি চালিয়ে ছাত্রটিকে উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি দেহটিকে হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ছাত্রটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

আমার বাংলা
22 June, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইলিশের অভাবে ম্লান এবার জামাই আদর

প্রতিবেদন : সদ্য উঠে গিয়েছে সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যান পিরিয়ড। ইলিশের খোঁজে নদীতে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে নৌকা, ট্রলার। কিন্তু জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও বর্ষার তেমন দাপট না থাকায় আকাল দেখা দিয়েছে ইলিশের আমদানিতে। এর মধ্যেই জামাইষষ্ঠী এসে যাওয়ায় শনিবার ইলিশ খাইয়ে জামাই আদরেও পড়েছে ভাটা। ফলে কপালে ভাঁজ পড়ে শাশুড়িদের। ইলিশ বিহনে ভেড়ির মাছ আর নানাবিধ মিষ্টি দিয়েই বাধ্য হয়ে জামাইয়ের রসনাতৃপ্তির আয়োজন চলল। প্রসঙ্গত, জামাইষষ্ঠী এলেই দিঘা, ডায়মন্ড হারবারের ইলিশের পাশাপাশি কোলাঘাটের রূপনারায়ণের ইলিশের নাম আলোচিত হয়। কিন্তু জামাই আপ্যায়নে এবার কোলাঘাটেও ইলিশের ভাটায় হতাশ গৃহস্থ। নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া, দূষণ আর ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার করায় রূপনারায়ণে আগের মতো দেখা মেলে না রুপোলি শস্যের। কোলাঘাটের দেনান, বাঁপুর, জামিট্যা প্রভৃতি এলাকায় রূপনারায়ণের ইলিশ ধরা হয়। মূলত বর্ষায় এরা ডিম পাড়তে আসে মিষ্টি জলে। কিন্তু এবার এখনও তেমন বৃষ্টি নেই। ফলে টান পড়েছে ইলিশের জোগানে। স্থানীয় মৎসজীবী বাবলু পাত্রের কথায়, রূপনারায়ণে ইলিশের খরা চলছে। বৃষ্টি না হওয়ায় একেবারেই ইলিশ মিলছে না।
কোলাঘাটের বাসিন্দা অর্ধেন্দু মান্নার আফসোস, প্রথমবার জামাইষষ্ঠীতে জামাই এল। ভেবেছিলাম রূপনারায়ণের ইলিশ দিয়ে আপ্যায়ন সারব। কিন্তু বাজারে ইলিশ নেই। তাই ভেড়ির মাছই ভরসা। দিঘা ফিশারমেন অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস বলেন, ব্যান পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরে ১৪ জুন থেকে মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। এর মধ্যে যে কয়েকটা ট্রলার ফিরে এসেছে তাতে ইলিশ নেই। অনুকূল পরিবেশ না থাকায় ইলিশের দেখা মেলেনি। গ্রীষ্মের মরসুমে আমের স্বাদের মিষ্টি দিয়ে কাজ চলল। সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সুগার ফ্রি মিষ্টি।

ষষ্ঠী সেরে ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনা, মৃত ২

প্রতিবেদন : শনিবার জামাইষষ্ঠী সেরে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার পথে দিন নবদ্বীপ থানার ইদ্রাকপুর গ্রামে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটা মমান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল জামাইয়ের। মারা গিয়েছেন আরও এক বাইক আরোহী। গুরুতর জখম দুজন। বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা চৈতন্য ঘোষের কথায়, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিপরীত দিক থেকে আসছিল দুটি মোটর বাইক। তাদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে অভিঘাতে দুটি বাইকই প্রায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। বাইকের যন্ত্রাংশ ও চাকা রাস্তার চারদিকে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাহুল ঘোষ ও পীযূষ ঘোষ নামে দুই যুবকের। রাহুল ঘোষের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাটে। জানা গিয়েছে, জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে তিনি ইদ্রাকপুরে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন।

বিজেপির দখল করা মিনিবাস ইউনিয়ন অফিস ফেরতের দাবি কর্মীদের

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল পরিষেবা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শ্রমিক সংগঠনের ইউনিয়ন অফিস দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে এবার আন্দোলনের পথে নামলেন মিনিবাস কর্মীরা। নিজেদের দীর্ঘদিনের ইউনিয়ন অফিস ফেরতের দাবিতে রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেন তাঁরা। এর জেরে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে মিনিবাস পরিষেবা, চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনার দিন অন্ডালের উখড়া গ্রামের বাজপাই মোড়ে অবস্থিত মিনিবাস কর্মীদের ইউনিয়ন অফিসটি বিজেপি দখল করে নেয়। পরবর্তীতে অফিসটির রং পরিবর্তন করে সেটিকে

অণ্ডালের আন্দোলনরত মিনিবাস কর্মীরা।

বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করা হয়। এমনকি ঘটা করে ওই কার্যালয়ের উদ্বোধনও করেন বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য। সেই থেকেই ইউনিয়ন অফিসটি পুনরুদ্ধারের দাবিতে সরব ছিলেন বাসকর্মীরা। রবিবার আন্দোলনকারীরা জানান, দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কর্মবিরতি চলবে। ফলে অন্ডাল ও সংলগ্ন এলাকার একাধিক রুটে মিনিবাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। অনেককেই বিকল্প পরিবহনের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। মিনিবাস কর্মীদের পক্ষে নরেশ বাউরি ও প্রদীপ মাহাতর অভিযোগ, 'প্রায় ৫০ বছর বাজপাই মোড়ে আমাদের ইউনিয়ন অফিসটি ছিল। সেটি শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন অফিস। ভোটগণনার দিন সেটি দখল করে নেওয়া হয় এবং বর্তমানে সেখানে বিজেপির দলীয় কার্যালয় চলছে। আমরা বারবার বিজেপি নেতৃত্বের কাছে অফিসটি ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। বাধ্য হয়েই বাস পরিষেবা বন্ধ রেখে আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে।

উদাসীন প্রশাসন, মেয়েকে ফিরে পেতে বুকে-পিঠে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ঘুরছেন বাবা

প্রতিবেদন : জলজ্যান্ত ২৪ বছরের মেয়েটি ক'দিন আগেও মা-বাবার চোখের সামনে হাসত, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখত। সেই মেয়েই আজ তিন মাসেরও বেশি সময় নিখোঁজ! তীব্র অনিশ্চয়তায় রয়েছেন সিউড়ির ডাঙালপাড়ার ষাটোর্ধ্ব অর্ধেন্দু সিংহ আর তাঁর স্ত্রী। প্রশাসনের সব দরজা ঘুরেও কোনও খোঁজ না পেয়ে মেয়ের খোঁজে রাস্তায় নামলেন তিনি। নিজের বুকে-পিঠে ঝুলছে প্ল্যাকার্ড। তাতে সাঁটা মেয়ের ছবি। গায়ের রঙ, চেহারার বর্ণনা আর নিচে মোবাইল নম্বর। রামপুরহাট, মল্লারপুর থেকে রাজগ্রাম সর্বত্র ঘুরছেন অর্ধেন্দুবাবু। চেনা-অচেনা যাকে দেখছেন তাঁর সামনে গিয়ে হাত জোড় করে দু'হাত ধরে কাতর মিনতি জানাচ্ছেন, আমার মেয়েটাকে কোথাও দেখেছেন? প্রসঙ্গত, গত ১৩ মার্চ দুপুরে বিফার্ম পাশ মেধাবী অমৃতা কাউকে কিছু না বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। বেরোনোর সময় মোবাইল, টাকাপয়সা কিংবা প্রয়োজনীয় কোনও নথিপত্র সঙ্গে নেননি। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ে পরিবারের। আত্মীয়স্বজন

ও পরিচিতদের বাড়িতে হন্যে হয়ে খুঁজেও যখন মেয়ের কোনও সন্ধান মেলেনি, তখন সেদিনই সিউড়ি থানার দ্বারস্থ হন অর্ধেন্দুবাবু। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজে দেখেছে, অমৃতা সিউড়ি থেকে বাসে রামপুরহাটের রাজগ্রাম পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর রাজগ্রামের খাঁ খাঁ রাস্তার মোড়েই মিলিয়ে যান তিনি। পুলিশের তদন্তের আর এগোয়নি। অর্ধেন্দুবাবুর কথায়, পরিবারের সাহায্য ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তীব্র ইচ্ছা থেকেই কি মানসিক উদ্বেগের শিকার হন তিনি? অর্ধেন্দুবাবুর কথায়, পরিবারের দাবি, বিফার্ম করার পর এমফার্মে ভর্তিও হন অমৃতা। মেয়েকে অনেকবার বলেছি, বিভিন্ন জায়গায় চাকরির আবেদন করতে। কিন্তু ও সবসময় দুশ্চিন্তা করত। শনিবার রামপুরহাটের বিধায়ক থেকে শুরু করে স্থানীয় ক্লাব, থানা— সব জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অর্ধেন্দুবাবুর গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। কান্নাভেজা গলায় অসহায় বাবার আর্তি, আমি আর কিচ্ছু চাই না, শুধু আমার মেয়েটাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেতে চাই।

বন্ধু খুনে ধৃত অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : বন্ধুকে নৃশংসভাবে খুন করে ঝাড়খণ্ড সীমানায় গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না। মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল মূল

অভিযুক্ত। শুক্রবার রাতে ঝাড়খণ্ড সীমানায় চাঁদপুর থেকে অভিযুক্ত রহিম শেখকে গ্রেফতার করে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি দুর্গাপুর গ্রামে। এলাকায় সমাজবিরোধী হিসাবে পরিচিত এবং নিয়মিত জুয়ার আসর চালাত রহিম। শনিবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে দুর্গাপুর গ্রামের সাদেক শেখকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে খুন করা হয়। দুই যুবকের সঙ্গে রহিমের ঝামেলা চলাকালীন সাদেক মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন। সাদেকের নাক গলানো পছন্দ হয়নি রহিমের। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তীব্র বচসা হয়। সেই সময় রহিম ঘর থেকে একটি ধারালো অস্ত্র এনে সাদেকের উপর চড়াও হয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। সাদেক রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই বেগতিক বুঝে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় রহিম। পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে ভিনরাজ্যে পালানোর ছক কষছে।

মা-কাকিমাদের হাতের গয়না বড়ির ব্র্যান্ড মার্কেটিংয়ে প্রস্তুতি

প্রতিবেদন : শীতের মিঠেকড়া রোদে ছাদে শুকিয়ে মা-কাকিমাদের হাতে তৈরি গয়না বড়ি এবার প্যাকেটজাত হয়ে মিলবে সুদূর সাউথ জামাইকা থেকে আমেরিকাতে। ভিনদেশিরাও পাবেন বাঙালির এই অভিজাত খাবারের স্বাদ। বাঙালির এই গ্রাফিক আর্ট অচিরেই বিশ্বজনীন হওয়ার পথে এগোচ্ছে। কলাই বা বিউলির ডাল পেশাই করে ফুল, পাতা, প্রজাপতি, পেঁচা, ময়ূর, মাছ ইত্যাদি নানা নকশার আকারে তৈরি হয় গয়না বড়ি। এর পর একটা থালায় পোস্ত ছড়িয়ে বড়িগুলোকে রোদে শুকানো হয়। সেকালে বাংলার ঘরে ঘরে আচার, বড়ি তৈরির প্রথা ছিল। সেটা এখন অনেকটাই পড়তির দিকে হলেও পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী বড়ি তৈরির কাজে যুক্ত। তাকেই এবার 'ব্র্যান্ড বড়ি' করার চেষ্টা চলছে। তমলুক, নন্দকুমার, খেজুরি-সহ বেশ কিছু এলাকায় এখন গয়না বড়ি তৈরি করে এলাকার মানুষ স্বনির্ভর হচ্ছেন।

বড়ি গড়ছেন মহিলারা। ইনসেটে, প্যাকেটের ছবি।

মহিষাদল ব্লকের প্রায় ১১টি অঞ্চল যথাক্রমে নাটশাল-১, নাটশাল-২, বেতকুণ্ডু, লক্ষ্যা-১ ও ২-সহ অন্যান্য অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ গয়না বড়ি তৈরিতে যুক্ত। জেলা প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, গয়না বড়ি নিয়ে এই প্রথম আমরা ব্র্যান্ডিং ও প্যাকেজিংয়ের দিকে এগোচ্ছি। এর জন্য ১০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মহিলাদের গড়া গয়না বড়ি কেনার দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর। প্রতিটি বড়ির মাপ, গুণগত মান হলদিয়ার একটি ল্যাবরেটরিতে টেস্ট হবে। প্রবাসীদের হাত ধরে বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন শপিং মল, কেনাকাটার জায়গা, মেলায় এই বড়ি পাঠানোর চেষ্টা চলবে। শুধু দেশবিদেশে পাঠানোই নয়, সুন্দর প্যাকেটজাত করে উপযুক্ত ব্র্যান্ডিংয়ের ব্যাপারেও জোর দেওয়া হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে গয়না বড়ির ব্যবসা করছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকে গয়না বড়ি তৈরি করে স্বনির্ভর হচ্ছেন। পাশাপাশি এর জিআই ট্যাগ পাওয়ার ব্যাপারেও চেষ্টা চলছে। হাটে-মাঠে বা মেলা থেকে এবার বাংলার সংস্কৃতির অঙ্গে এই বড়ি বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে চলেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভোররাতে ২৫০ কিলোমিটার বেগে মুম্বইয়ের বদলাপুরে হাইওয়ে দিয়ে ছুটছিল বিএমডব্লু। ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে উলটে গিয়ে ২ আরোহীর দেহাংশ কয়েকমিটার দূরে ছিটকে পড়ল। গাড়ির তৃতীয় আরোহী হাসপাতালে মৃত্যুর মুখোমুখি

দিল্লি দরবার

22 June 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২২ জুন ২০২৬
সোমবার

বিজেপির শাসনে অবাধে গণধর্ষণ, শিশুবিক্রি, মহিলা নির্যাতন

স্বামী-পুত্রের মাথায় বন্দুক ধরে আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ

ভোপাল : এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা বোধহয় শুধু বিজেপি রাজ্যেই সম্ভব। বিহারের বেগুসারাইতে ঠিক যেভাবে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে করা হয়েছিল গণধর্ষণ, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতেও প্রায়

ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে স্বামীকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দিয়ে ৩০ বছর বয়সি স্ত্রীকে গণধর্ষণ করল দুর্বৃত্তরা। ১২ বছরের নাবালক পুত্রের সামনেই। তার মাথাতেও ঠেকানো হলো বন্দুকের নল। হুমকি দেওয়া হল খুনের। চোখের সামনে মায়ের এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে নাবালক সন্তান। ১৮ই জুন উজ্জয়নীর বদরনগর এলাকায় এক প্রত্যন্ত খামারের ঘটনা। ওই খামারবাড়িতে রক্ষীর কাজ করতেন ওই আদিবাসী দম্পতি ।একটি কুঁড়েঘরে ১২ বছরের ছেলেকে নিয়ে থাকতেন তাঁরা। রাত ১২টা নাগাদ পরিবারটি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ঠিক তখনই অন্ধকারের আড়াল দিয়ে হানা দেয় ৫দুস্কৃতী। মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে কুঁড়েঘর থেকে মারতে মারতে বের করে দেওয়া হয় মহিলার স্বামীকে। তারপরেই দলের কয়েকজন একটি উইন্ডমিলে চুরি করতে ঢোকে। বাকিদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ওই আদিবাসী মহিলার উপর। তাঁকে এবং তাঁর নাবালক

মধ্যপ্রদেশ

সন্তানের মাথায় বন্দুক ধরে টেনে নিয়ে যায় একটি ঝোপের মধ্যে। তারপরে সন্তানের সামনেই গণধর্ষণ অসহায় মাকে।

এখানেই শেষ নয়, খামারের ভেতরে যা টাকাপয়সা, সামান্য গয়নাগাটি ছিল, তাও লুঠ করে চম্পট দেয় ধর্ষণকারীরা। অবাককান্ড, পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেই দায় সেরেছে। ধর্ষকরা কিন্তু এখনও অধরাই।

দিল্লিতে কুপিয়ে খুন করা হল মহিলাকে, গুরুতর জখম স্বামী

নয়াদিল্লি : রাজধানী দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে ক্রমশই তলানিতে এসে ঠেকছে, এরপরেও কি একথা অস্বীকার করবে শাসক-বিজেপি? শুধুমাত্র মোটরবাইক পার্কিংকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীদের মধ্যে বচসার জেরে কুপিয়ে খুন করা হল ৩২ বছরের এক মহিলাকে। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন তাঁর স্বামীও। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, অভিযুক্ত দু'জনের মধ্যে একজন আবার নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃন্দাপুর থানা এলাকায়, শনিবার। পুলিশ জানিয়েছে, থানায়

এক ব্যক্তি ফোন করে বলেন, তাঁর মেয়ে ও জামাইকে ঘিরে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাচ্ছে কয়েকজন যুবক। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে, এক দম্পতি রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। জখম মহিলার নাম আরতি দিনদয়াল উপাধ্যায়, স্বামীর নাম ভিকি দিনদয়াল উপাধ্যায়। হাসপাতালে চিকিৎসকরা ৩২ বছরের আরতিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দিনদয়ালকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

'বেবি মার্কেট', রেটকার্ডে শিশু বিকোচ্ছে ৩ থেকে ৮ লাখে

নয়াদিল্লি : অদ্ভুত ব্যাপার! কেন্দ্রে বিজেপি সরকার, রাজ্যেও তাই, অথচ খোদ রাজধানী দিল্লির বুকেই চলছে 'বেবি মার্কেট'। রেটকার্ড দেখে ঝাড়াই বাছাই করে শপিংও করা যাচ্ছে শিশুর। অমিত শাহর পুলিশের চোখ এড়িয়ে এমন আন্তঃরাজ্য শিশু পাচারচক্র রাজধানী দিল্লির বুকে কীভাবে রমরমিয়ে চলছে, সেটাই চরম আশ্চর্যের বিষয়। প্রশ্ন উঠেছে, সব দেখেও কি না দেখার ভান করছে প্রশাসন? নাকি ভূত সর্ষের মধ্যেই? এর দায় কি এড়াতে পারে বিজেপি?

রাজধানী

সম্প্রতি এমনই এক শিশু পাচার চক্র ধরা পড়েছে দিল্লির বুকে। কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে শুধু নবজাতকদের বিক্রি করাই হচ্ছিল না, ক্রেতাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছিল আগাম টোকেন মানিও। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ। উদ্ধার করে ৫ নবজাতককে। বয়স মাত্র ৫ দিন থেকে ৪ মাসের মধ্যে। আশঙ্কা, পাচার হওয়া শিশুর সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৩০ ছাড়িয়েছে।

গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়েছে মোট ১৩ জন। এরমধ্যে আছে দালাল, পাচারকারী, মধ্যস্থতাকারী, সম্ভাব্য ক্রেতা, এমনকি কয়েকজন চিকিৎসকও। প্রাথমিকভাবে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ছেলে শিশুদের রেট ছিল ছয় থেকে আট লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং মেয়ে শিশুদের জন্য নেওয়া হত তিন থেকে চার লক্ষ টাকা। কোথা থেকে আসছে শিশুরা? রাজস্থান এবং গুজরাতের দরিদ্র পরিবারগুলিকে টার্গেট করত পাচারকারীরা। তারপরে দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা ও রাজ্যগুলিতে সন্তানহীন দম্পতিদের কাছে পছন্দের শিশু পৌঁছে দেওয়া হত মোটা টাকার বিনিময়ে। গোয়েন্দারা মনে করছেন, আরও অনেক রাজ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে শিশুপাচার চক্রের জাল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, নবজাতকদের বিক্রির জন্য জাল পরিচয়পত্র, নথিও তৈরি করিয়ে নিত পাচারকারীরা। একটি হাসপাতাল এবং এক চিকিৎসক এখন তদন্তকারীদের স্ক্যানারে।

ওড়িশায় বিবস্ত্র করে গণপিটুনি এনজিওর মহিলাকে

ভুবেনেশ্বর : বিজেপি শাসিত ওড়িশায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে ব্যাপক মারধর করা হল। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গড়া জেলায়। ওড়িশার কন্ধমাল জেলার একটি এনজিওতে কাজ করেন নিযাতিতা। ১৬ জুন রাতে কল্যাণসিংপুর থানার ধামুনিপাঙ্গা পঞ্চায়েতের কান্দুলগুড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে এক পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে যাচ্ছিলেন তিনি। গন্তব্য কালাহান্ডির থুয়ামুল রামপুর। কিন্তু এলাকাটি অপরিচিত হওয়ায় তাঁরা মোবাইল নেভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করছিলেন। একটি প্রত্যন্ত এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় ঢুকে পড়েন ভুল জায়গায়। বুঝতে পেরে গ্রামবাসীদের কাছে সঠিক রাস্তা জানতে চান। গ্রামের শিশুদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বিস্কুটও দেন ওই মহিলা। স্কুটারে দু'জনকে দেখে তাঁদের ছেলেধরা বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। একদল লোক স্কুটারের চাবি কেড়ে নিলে পরিচয়পত্র দেখান তাঁরা। কিন্তু এরপরেও ওই মহিলা ও তাঁর পুরুষ সহকর্মীকে পেটাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। বিবস্ত্র করে দেওয়া হয় মহিলাকে। পুলিশ এসে উদ্ধার করে দু'জনকে। গ্রেফতার করা হয় ২১ জনকে।

তামিলনাড়ুতে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক, মৃত অন্তত ৭ মহিলা

চেন্নাই : মর্মান্তিক। তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুর জেলায় একটি সামুদ্রিক খাবার প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক করে মৃত্যু হল অন্তত ৭ জন মহিলার। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও অন্তত ৭০ জন শ্রমিক। তারমধ্যে ৬৫ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকাংশই ভিনরাজ্যের। বিশেষত উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে রুজি-রোজগোরের টানে এসেছেন। রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ রফতানিকারক চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পেরিয়াপালাইয়ামের কাছে কান্নিগাপ্পাইর গ্রামে সেন্ট পিটার্স পল সিফুড কারখানাটিতে ছড়িয়ে পড়ে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস। হুড়োহুড়ি পড়ে যায় আতঙ্কিত শ্রমিকদের মধ্যে। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। অনেকে বমি করতেও শুরু করেন। এলাকাতেও ব্যাপক আতঙ্ক দেখা দেয়। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয় এই ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের একটি টিম গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে, আসল কারণ কী, দায়ী কে বা কারা-সে সম্পর্কে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

দেশ বিদেশ

22 June, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইরানের উপর আরও জোরদার হামলা চালাবার হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার দু'দেশের শান্তি বৈঠকের মাঝেই এক্স হ্যান্ডেলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, লেবাননে ইরানের হয়ে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে কাজ করা গোষ্ঠিগুলোকে অবিলম্বে শান্তি ফেরাতে হবে

রাশিয়াকে তোয়াক্কাই করছে না ইউক্রেন

২০০০ কিমি ভেতরে ঢুকে ড্রোন হামলা বৃহত্তম রুশ শোধনাগারে

মস্কো: বৃহৎ শক্তিধর শত্রু রাশিয়াকে পরোয়াই করছে না ইউক্রেন। রাশিয়ার ২০০০ কিমি ভেতরে ঢুকে গিয়ে সেদেশের সবচেয়ে বড় তেল ভাণ্ডার তিউমেন শোধনাগারে শনিবার ড্রোন হামলা চালাল ইউক্রেন। এখানে প্রতিদিন গড়ে শোধন করা হয় ১ লক্ষ ৫১ হাজার ব্যারেল খনিজ তেল। রাশিয়ার বাজারে তেল সরাবরাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই শোধনাগারের। রুশ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বোকা বানিয়ে সরাসরি দু'টি তেল শোধনাগারে পরপর ইউক্রেন-হামলায় বিস্মিত আন্তর্জাতিক মহল। এই নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়ায় পরপর দুটি তেল শোধনাগারে রীতিমতো ধ্বংসলীলা চালাল ইউক্রেন। অন্যদিকে শনিবার পাল্টা হামলা চালিয়েছে রাশিয়াও। ইউক্রেনে রুশ

হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২ জন। গুরুতর জখম প্রায় ১৫ জন। খারকিভে একটি ঘন জনবসতি এলাকায় ঘনঘন বোমাবর্ষণ করে রুশ আকাশ-ফৌজ। দিন দুয়েক আগে মস্কোর যে তেল শোধনাগারে হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেন সেটি ৪০ শতাংশের বেশি পেট্রোল এবং ৫০ শতাংশের বেশি ডিজেল সরবরাহ করে মস্কোয়। তিউমেন হামলার পরেই ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভালোদিমির জেলেনস্কি রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছেন, ৩০০০ কিমি দূরপাল্লার ড্রোন তৈরি করে ফেলেছে ইউক্রেন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তাহলে কি রাশিয়ার আরও গভীরে ঢুকে আক্রমণ শানাতে চাইছে জেলেনস্কি বাহিনী? তাৎপর্যপূর্ণভাবে সামরিক কৌশলে কিছুটা বদল এনেছে ইউক্রেন। রাশিয়ার তেলশোধনাগারগুলোতে হামলা চালাতে তারা এখন ব্যবহার করছে সস্তা সিচেন ড্রোন। কিন্তু তিউমেনে হামলায় কোন ধরনের ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে, তা কিন্তু আদৌ স্পষ্ট করেনি তারা। রুশ তেলশোধনাগারে ইউক্রেনের হামলার প্রভাব কিন্তু সুদূরপ্রসারী। দেখা দিয়েছে গ্যাসোলিনের সংকট। মস্কোয় জ্বালানির ঘাটতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। দাম বাড়ছে প্রতিনিয়ত। তবে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েনি রাশিয়া। তারাও শনিবার ইউক্রেনের বহু জায়গায় বেছে বেছে হামলা চালিয়েছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে জাপোরিজিয়া, সুমি এবং খারকিভ অঞ্চল।

ব্রিটিশ নৌসেনার হাতে বন্দি ভারতীয় ক্যাপ্টেন

লন্ডন: কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ব্রিটিশ নৌসেনার হাতে বন্দি হলেন রুশ জাহাজের ভারতীয় ক্যাপ্টেন। নাম অজয় পন্থ। বাড়ি উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে। গত ১৪ জুন ইংলিশ চ্যানেলে রাশিয়ার ওই জাহাজটিকে আটক করে ব্রিটিশ বাহিনী। তাদের দাবি, তেলবাহী এমভি স্মিরটোস নামে ওই জাহাজটি আসলে 'ভুতুড়ে জাহাজ'। নামগোত্রহীন 'শ্যাডো ফ্লিট'। নিয়ম ভেঙে রুশ তেল সরবরাহের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাদের জলসীমায় প্রবেশ করেছে জাহাজটি। ১৬ জুন ব্রিটিশ আদালতে পেশ করে তাঁর বিরুদ্ধে এই

অভিযোগগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। আদালতে পন্থের আইনজীবী জেমস ডায়মন্ড তাঁর পক্ষে সওয়াল করে যুক্তি দিয়েছেন, শুধুমাত্র নির্দেশ পালন করেছেন পন্থ। সিদ্ধান্ত নেওয়া বা না নেওয়ার বিষয়টি তাঁর হাতে ছিল না। জাহাজের ক্যাপ্টেন একজন কর্মীমাত্র। কিন্তু মালিকপক্ষের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছেন তিনি। লক্ষণীয়, এই ধরনের অপরাধের জন্য হতে পারে ১০ বছরের কারাদণ্ড। এদিকে ক্যাপ্টেনকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রের বিদেশমন্ত্রকের কাছে আর্জি জানিয়েছে তাঁর পরিবার।

প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা তারেক সরকারের

আওয়ামি লিগের প্রতিষ্ঠাদিবসে বিশেষ সতর্কতা জারি বাংলাদেশে

ঢাকা: আওয়ামি লিগের প্রতিষ্ঠাদিবসে পুলিশ বাহিনীকে চূড়ান্ত সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিল বাংলাদেশের তারেক রহমান সরকার। মঙ্গলবার ২৩ জুন আওয়ামি লিগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বিভিন্ন জেলার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট, ওইদিন বড় ধরনের প্রত্যাঘাত করতে পারে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামি লিগ। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ পুলিশকে বিশেষ সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নয়, তার অনেক আগে থেকেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী,খুলনা এবং যশোরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ্যে সভাসমাবেশ এবং মিছিল করে চলেছে আওয়ামি লিগ। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা ঠিক কী, তা স্পষ্ট নয় লিগ বিরোধীদের কাছে। তারেক সরকার এবং শাসক দল বিএনপি এব্যাপারে গোপন করেনি তাদের উষ্মা। তাদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে আওয়ামি লিগের সক্রিয় রাজনীতিতে ফেরা কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, মঙ্গলবার তাদের সঙ্গে নয়, প্ল্যাকার্ড-পোস্টার নিয়ে হাসিনা অনুগামীরা পথে নামলে এনসিপির সঙ্গে সংঘর্ষে বাংলাদেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করেছে বিএনপি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি বিএনপির একটি কৌশলমাত্র। যেহেতু বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান আওয়ামি লিগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যহারের দাবিতে সোচ্চার, তাই বিএনপি বোঝাতে চাইছে, অগণতান্ত্রিক এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে তারা আদৌ যুক্ত নয়। সেই কারণেই হাসিনার দলের সঙ্গে শুধুমাত্র এনসিপির সংঘাতের আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে গোয়েন্দা রিপোর্টে।

এদিকে লিগ ইতিমধ্যেই দাবি তুলেছে, তাদের এবং সহযোগী দলগুলোর সব বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যাবতীয় মিথ্যা মামলা এবং রায় প্রত্যাহার করতে হবে। মঙ্গলবার এই দাবিতে আওয়ামি লিগ সোচ্চার হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

হামলার নেপথ্যে কারা প্রমাণ দিলেন অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

রক্ষা যাঁদের দায়িত্ব, তাঁদের সঙ্গেই বিশেষ একটি দলের রাজনৈতিক পরিচয়ে থাকা ওই ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে। এখন পুলিশ কি কড়া ব্যবস্থা নেবে? প্রতিটি নাগরিকের সুরক্ষার দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এখন হত্যার চেষ্টার প্রমাণ না হলে কি অস্ত্র নিয়ে বিমানবন্দরে ঢোকা ব্যক্তির শাস্তি হবে?

পার্টির টাকাতেই ভোটে লড়াই করেছে বেইমানরা

(প্রথম পাতার পর)

তারমধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট থেকে আসা। RTGS-HDFCHOO92656804 as Party donation. সন্দীপন সাহার খরচ ২৭,০১,৩৭২ টাকা। এর মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পার্টি থেকে। প্রশ্ন হল, পার্টির প্রতীক, পার্টিকর্মীদের আবেগ, পরিশ্রম শুধু নয়, পার্টির টাকায় নির্বাচন করে জেতার পর সেই পার্টির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টকেই কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। আত্মসম্মান বিকিয়ে চরম নির্লজ্জের মতো আচরণ করা হচ্ছে কোন লজ্জায়? দুই, টাকা খারাপ হলে বেইমানরা নিল কেন? ভোটে ব্যবহার করল কেন? তিন, যদি মনে হয় টাকা খারাপ, তাহলে এখনও পার্টিকে বা সরকারকে টাকা ফেরত দেয়নি কেন? দ্বিচারিতা, অসততা, বিশ্বাসঘাতকতার জবাব ঋতব্রত, সন্দীপন-সহ বেইমানদের কাছে চেয়েছেন কুণাল।

দল ভাঙালেও এই বেইমান বিধায়কদের নীতি-নৈতিকতা-রাজনৈতিক সততা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর প্রকৃত তথ্য সামনে আসার পর সেই ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

ইতিহাস না জেনেই নাম বদল প্রচারে সেই একইরকম জুমলা

(প্রথম পাতার পর)

নাম পরিবর্তন করে হল গোপাল মুখার্জি রোড। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ এ-প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বার্তা দেন। তিনি লেখেন, আপনার পোস্ট থেকে দেখলাম কলকাতার একটি রাস্তার নাম পরিবর্তন হয়েছে, যাকে আপনি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলেছেন।

সুরাবর্দি রোড এখন গোপাল মুখার্জি রোড। গোপালবাবুর নাম নিয়ে একটি কথাও বলছি না। কিন্তু বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তথ্যপরীক্ষা দরকার। আপনি লিখেছেন সুরাবর্দি প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারে অনেকের ক্ষতি করেছেন। সম্ভবত আপনি 'কলকাতা কিলিং'-এর কথা বলতে চেয়েছেন। এঁর নাম হুসেন সাহিদ সুরাবর্দি।

কিন্তু বাস্তব হল, এই বিতর্কিত সুরাবর্দির নামে কিন্তু রাস্তা ছিল না। রাস্তা তাঁর কাকার নামে, তিনি স্যর ডাঃ হাসান সুরাবর্দি। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, পূর্ব রেলের মুখ্য স্বাস্থ্য অফিসার, সামরিক বাহিনীর চিকিৎসক। পরে বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। তিনি মূলত কৃতী শিক্ষাবিদ বলে পরিচিত। রাস্তা তাঁরই নামে।

তাঁর ভাইপো হুসেন সুরাবর্দি প্রশাসনিক প্রধান হয়ে বিতর্কিত গণহত্যার সঙ্গে জড়ান। রাস্তা তাঁর নামে ছিল না। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ, পুরসভা আবার তথ্যপরীক্ষা করুক। নামবিভ্রাটের কারণে একজন বিতর্কিতের বদলে তাঁর কাকা বিশিষ্ট আরেকজনের নাম বাদ দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? পদবি বা পরিবার এক হতে পারে, কিন্তু ভাইপোর শাস্তি কাকার উপর হতে পারে না। তথ্য আবার পরীক্ষা হোক।

উল্লেখ্য, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত হাসান সুরাবর্দি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মুসলিম উপাচার্য। দ্বিতীয় মুসলিম এফআরসিএস ছিলেন তিনি। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা বুঝে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বভারতীর 'নিজাম অধ্যাপকে'র পদ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর পাণ্ডিত্যকেই অপমান করল বিজেপি। দিল্লির প্রচারমন্ত্রীদের পরামর্শে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভুল করলেন। একজনের ভুল অন্যজনের উপর চাপিয়ে দিলেন মিথ্যাসর্বস্ব রাজনীতি করতে। এমনকী উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও জানেন না সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নামকরণের ইতিহাস। তাই তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ দিলেন অবলীলায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২৮ জুন কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রের স্বামী বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত হবে বর্ণাশ্রম প্রকাশন সংস্থার বই প্রকাশ ও ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

খোলা হাওয়া

৫০ বছর উদযাপন

রূপভারতী কেবল একটি নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এক সৃজনশীল বাঙালিয়ানার প্রতীক। এই প্রতিষ্ঠানে নৃত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে আরও অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। ১৯৭৬ সালে এর যাত্রা শুরু মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাড়ি থেকে। নৃত্যশ্রী কেকা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। তিনি ভরতনাট্যম প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাঁর গুরুদের কাছে। তারপর একের পর এক প্রযোজনা রূপ দিয়েছেন এবং মঞ্চস্থ করেছেন। কাজ করেছেন সেই সময়ের তাবড় তাবড় শিল্পীদের সঙ্গে। রূপ ভারতী প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য শৈলীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তার সঠিক রূপ ও কলা প্রদর্শন করা। কেকা চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর কন্যা ড. সুযানী চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। সংস্থার উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’, ‘মিলন তীর্থ ভারতবর্ষ’, ‘নতুন দেশ’, ‘অন্ধকারের উৎস হতে’, ‘এক যে ছিল রাজা’, ‘ছড়ার দেশে রবীন্দ্রনাথ’, ‘বাংলার মুখ’, ‘রবীন্দ্রনাথের নানান নৃত্যনাট্য’ ইত্যাদি। সংস্থার ৫০ বছর উদযাপিত হয় ১৯ জুন, মহাজাতি সদনে। উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রোদয় ঘোষ, প্রদীপ্ত নিয়োগী, সব্যসাচী চক্রবর্তী, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, খেয়ালি দস্তিদার প্রমুখ। সত্তর বছরের ঊর্ধ্বে নৃত্যশিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’ ছিল মনে রাখার মতো। অংশগ্রহণ করেন পলি গুহ, প্রদীপ নিয়োগী, কেকা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এরপর ছিল পশ্চিমবঙ্গ ডান্স গ্রুপ ফেডারেশনের সদস্যদের পরিবেশনা। মূল আকর্ষণ ছিল ‘বানজারা’। অভিনয়ে সূযাণী চট্টোপাধ্যায়, রুদ্র নিয়োগী নজর কাড়েন। নৃত্যনাট্য হিসেবে নাটকটির নবনির্মাণ করেন খেয়ালি দস্তিদার।

সুরের একক ‘উস্তাদ-এ-গজল’

কোনও কোনও সন্ধ্যা কবিতার মতো হয়ে ওঠে। নিখুঁত, মায়াবী, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। তেমনই একটি সন্ধ্যা ছিল ২০ জুন। ওইদিন কলকাতার নজরুল মঞ্চে সঙ্গীতশিল্পী হরিহরণ তিলোত্তমার শ্রোতাদের উপহার দিলেন একক গজল সন্ধ্যা ‘উস্তাদ-এ-গজল’। তাঁর সঙ্গীত জীবনের ৫০ বছর উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন। নিবেদনে বোরোলিন, সহযোগিতায় খুকুমণি। কানায় কানায় পূর্ণ ছিল প্রেক্ষাগৃহ। প্রিয় শিল্পীকে সামনে থেকে শোনার জন্য উন্মুখ ছিলেন উপস্থিত প্রত্যেকেই। সাধারণ শ্রোতাদের পাশাপাশি ছিলেন সঙ্গীত জগতের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী। শুরুতেই বোরোলিনের পক্ষে সঙ্গীতশিল্পী অনসূয়া চৌধুরী এবং খুকুমণির পক্ষে অরিত্র রায়চৌধুরী হরিহরণকে বিশেষভাবে সম্মান জানান। ভারতীয় সঙ্গীতের এক স্বতন্ত্র ঘরানা গজল, যা সঙ্গীতের রসিকদের বেশ পছন্দের। এক বহমান নদীর মতো বয়ে চলেছে আপন ছন্দে। যুগ যুগ ধরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গজলের মেহফিল চলে, শ্রোতারা বুঁদ হয়ে থাকেন তার সুরের সুবাস, কথার জাদুতে। গজল মূলত কথা প্রধান। প্রেম, বিরহ মানুষের নানা অনুভূতি কাব্যময় ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়, যা সুরের স্নিগ্ধতায় পরিণত হয়ে ওঠে। হরিহরণ ভারতের অন্যতম প্রধান গজল গায়ক এবং সুরকার। পঞ্চাশ বছর আগে গজলেই তাঁর হাতেখড়ি। তাঁর তিরিশটিরও বেশি অ্যালবাম রয়েছে। কর্মজীবনের শুরুতে, তিনি বেশ কয়েকটি সফল গজল অ্যালবাম প্রকাশ করেছিলেন, যার বেশিরভাগ সুর তিনি নিজেই রচনা করেছিলেন। হরিহরণের গজল অ্যালবামগুলোর মধ্যে একটি ছিল আশা ভোঁসলের সঙ্গে ‘আবশার-এ-গজল’। আরেকটি অসাধারণ গজল অ্যালবাম ছিল ‘গুলফাম’, যা ডাবল প্ল্যাটিনাম অর্জন করার পাশাপাশি ১৯৯৫ সালে হরিহরণকে বর্ষসেরা অ্যালবামের জন্য ডিভা অ্যাওয়ার্ড পায়। পরবর্তীকালে ভারতের নানা ভাষার ছায়াছবির গানে তিনি জনপ্রিয় হন। কাজ করেছেন নাদিম-শ্রাবণ, এ আর রহমান, যতীন-ললিত, অনু মালিক প্রমুখ সুরকারদের সঙ্গে। পেয়েছেন সেরা সঙ্গীতশিল্পীর জাতীয় পুরস্কার, পদ্মশ্রী। নন ফিল্ম পপ গান নিয়েও কাজ করে চলেছেন তিনি। নজরুল মঞ্চের অনুষ্ঠানে তিনি দারুণভাবে মেলে ধরেছিলেন নিজেকে। প্রায় তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানে একে একে পরিবেশন করেন তাঁর বহুশ্রুত গজলগুলো। শ্রোতারা মগ্ন হয়ে উপভোগ করছিলেন। শেষের দিকে তিনি শোনান কয়েকটি সিনেমার গান। ‘ইঁয়াদে’, ‘রোজা’, ‘বম্বে’র গানগুলোয় শিল্পীর সঙ্গে গলা মেলান শ্রোতারাও। হরিহরণ বলেন, কলকাতা সঙ্গীতের শহর, গান সমজদারদের শহর। আগেও এখানে অনুষ্ঠান করেছি। এখানে গান গাইতে ভাল লাগে।

ছোট্ট যাত্রা একটা স্বপ্ন

ছয়জন স্পেশাল এডুকেটর মিলে বছর তিনেক আগে বিয়ন্ড ইন্টিগ্রেশন নামক এক সংস্থা তৈরি করেন। একটা ছোট্ট যাত্রা একটা স্বপ্ন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই শুরু হয়। এই শিশুদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসাই এই সংস্থার মূল কাজ। সম্প্রতি সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে গেল কলকাতার কলামন্দিরে। পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন অরুন্ধতী মৈত্র। সহযোগিতায় থিজম ইভেন্টস। অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা গানে, নাচে অংশগ্রহণ করে। বিয়ন্ড ইন্টিগ্রেশন টিমের অরূপ মাইতির তত্বাবধানে যোগব্যায়াম, বিটিএস ডান্স, র‍্যাম্প ওয়াক পরিবেশিত হয়। পরে সমন্বয় গ্রুপের গান, আবাহন ও রাজন্যার যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যাঙ্কনের ছাত্রীদের ওড়িশি নৃত্য সবাইকে মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণ

২০ জুন, কলকাতার শরৎ ভবনে অনুষ্ঠিত হল মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের ‘আনন্দযাপন’। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণ সন্ধ্যা। বৃক্ষ-বন্দনার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজের অধ্যাপক রাজমোহন গোস্বামী। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও পাঠ। মূল অনুষ্ঠান আনন্দযাপন-এ ছিল রবীন্দ্র জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা ও গান, যা নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হয়। এরপরে নজরুলের কবিতা ও তাঁর জীবনের কিছু ঘটনা এবং সুকান্তের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন শিল্পী রায় ও পিয়ালী মুখোপাধ্যায়।

আবৃত্তির অনুষ্ঠান

১৬ জুন কথাসরিৎ আবৃত্তি সংস্থার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে আয়োজিত হয় আবৃত্তির অনুষ্ঠান। ‘আষাঢ় সন্ধ্যা’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে একক এবং দলগত আবৃত্তি পরিবেশন করেন সংস্থার শিল্পীরা। অতিথি শিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অলোক মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ দাস, অর্ণব চক্রবর্তী। ছড়া ও কবিতা পাঠ করেন কবি চন্দন নাথ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রবীন ভট্টাচার্য।

মাঠে ময়দানে

22 June, 2026 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

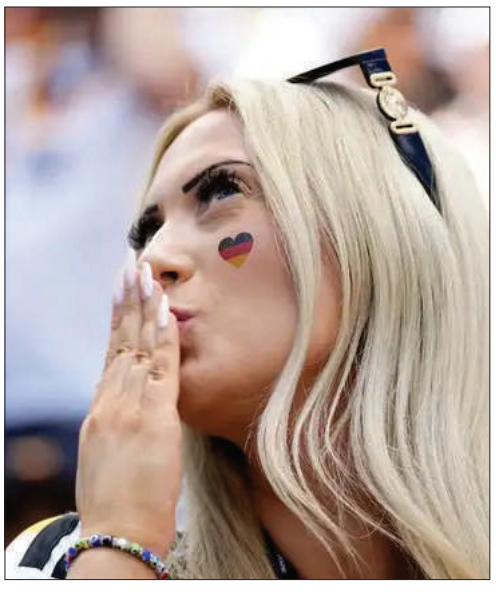

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ম্যাচ খেলার আধ ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকা ছাড়তে হবে ইরানকে, অনড় ডোনাল্ড ট্রাম্প

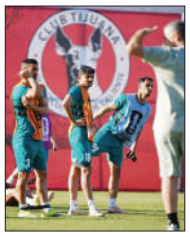

মাঠে ময়দানে

22 June, 2026 • Monday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২২ জুন ২০২৬
সোমবার

ইয়ামাল ফিরতেই ছন্দে স্পেন

বিশ্বকাপে প্রথম গোলের উচ্ছ্বাস ইয়ামালের। রবিবার।

স্পেন ৪ সৌদি আরব ০

আটলান্টা, ২১ জুন : কেপ ভার্দের কাছে আটকে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন পিছনে ফেলে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন স্পেনের। তিকিতাকার ছন্দে ঝলমলে লা রোজা। সৌদি আরবকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে 'এইচ' গ্রুপে শীর্ষে স্পেন। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে উরুগুয়ের সঙ্গে ড্র করলেই নক আউটে স্প্যানিশ আর্মাডা। জোড়া গোল মিকেল ওইয়ারজাবালের। একটি ইয়ামালের। অপর গোলটি আত্মঘাতী।

লামিনে ইয়ামাল শুরুর একাদশে এলেন, সঠিক প্রথম এগারো নামালেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। বেঞ্চে রাখলেন গাভি, ফবিয়ান রুইজকে। আক্রমণভাগে আঠারোর ইয়ামালের সঙ্গে স্প্যানিশ কোচ জুড়ে দিলেন দানি ওলমো ও অ্যালেক্স বেনাকে। সঙ্গে রিয়াল সোসিদাদের ফরোয়ার্ড মিকেল ওইয়ারজাবাল তো ছিলেনই। মাঝমাঠে রদ্রি ও পেদ্রির যুগলবন্দি। আক্রমণে ছিলেন পেদ্রো পোরোও। চারটি বদলই বদলে দিল স্পেনকে। আটলান্টায় উড়ল ইউরো জয়ীরা।

শুরু থেকেই সৌদি রক্ষণ কাঁপিয়ে ২৪ মিনিটেই ৩-০ করে ফেলে স্প্যানিশ আর্মাডা। আগের দিন পরিবর্ত হিসেবে নেমেছিলেন, এদিন ফিট ইয়ামাল বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজের প্রথম শুরুটা রাঙিয়ে দিতে সময় নিলেন মাত্র ১০ মিনিট। ওইয়ারজাবালের ক্রস ছিল ইয়ামালের উদ্দেশে। দুরন্ত ফিনিশে বল জালে জড়িয়ে অভিষেক বিশ্বকাপে প্রথম গোলে ইতিহাসে নাম তুললেন বার্সেলোনার তারকা। কাতারে গত বিশ্বকাপে গাবি ছিলেন স্পেনের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা। ১৮ বছর ৩৪২ দিনে ইয়ামাল হলেন দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ কিশোর যিনি বিশ্বকাপে গোল করলেন লা রোজার হয়ে। ১৮ বছর বা তার কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে প্রথম গোল করার কীর্তি ছিল ফুটবল সম্রাট পেলের। ৬৮ বছর পর প্রবাদপ্রতিম ব্রাজিলীয়র রেকর্ডে ভাগ বসালেন আঠারোর ইয়ামাল।

ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ২১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে স্পেন। সৌদি ডিফেন্ডারদের ভুলে একদম ফাঁকায় বল পেয়ে যান ওইয়ারজাবাল। গোল করতে ভুল করেননি তিনি। তিন মিনিট পর ফের গোল ওইয়ারজাবালের। সৌদি রক্ষণ তখন দিশাহারা। মার্ক কুকুরেয়ার কাছ থেকে বল পান ওলমো। তাঁর হেডে বাড়ানো বল নিখুঁত শটে জালে জড়ান উইয়ারজাবাল। স্পেন কোচ বিরতিতে ইয়ামালকে তুলে নেন। ততক্ষণে ম্যাচ নিজেদের করে নিয়েছিল লা রোজা। দ্বিতীয়ার্ধেও স্পেনের দাপট জারি থাকে। শুরুতেই সৌদির হাসানের আত্মঘাতী গোলে স্পেন ৪-০ এগিয়ে যায়। ম্যাচের যোগ করা সময়ে স্পেনের পঞ্চম গোল বাতিল হয়। অফসাইডে ছিলেন সুপার সাব ফেরান তোরেস। শেষ পর্যন্ত চার গোলে জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় স্পেনকে।

ব্যাটে-বলে সফল মারিজানা।

প্রথম হার ভারতের

ভারত ১৫৮/৭ (২০ ওভার)
দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬১/৪ (১৯.১ ওভার)

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুন : অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের ২০০তম টি-২০ ম্যাচে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৬ উইকেটে পরাস্ত হয়েছে। বিশ্বকাপে এটাই ভারতের প্রথম হার। দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে ১৫৯ রানের লক্ষ্য ছিল। তারা ১৯.১ ওভারে ১৬১/৪ করে ম্যাচ জিতে নেয়। মারিজানা কাপ ৮১ নট আউট। তাজমিন ব্রিটস করেন ৪০ রান।

ফর্মের দিক থেকে ভারত কিছুটা এগিয়ে থাকলেও বিশ্বকাপের আগে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকা ৪-১-এ জিতেছিল। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের উইকেট আগে সিমারদের সুবিধা দিত। এখন ব্যাটাররা রান পাচ্ছে। রবিবারের ম্যাচের আগে উইকেট নিয়ে সংশয় ছিল। যেহেতু এই মাঠে এটাই ছিল এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ। তবে হরমনপ্রীত টসে আগে ব্যাট করে নেন। কিন্তু ভারতের ব্যাটিং ভাল হয়নি। ২০ ওভারে তারা তুলেছিল ১৫৮/৭। স্মৃতি মান্ধানা ১, শেফালি ভার্মা ৩১, যস্তিকা ভাটিয়া ১৫, জেমাইমা রডরিগেজ ১২, হরমনপ্রীত ২৪, দীপ্তি শর্মা ২৯ ও রিচা ঘোষ ১৫ রান করেন। স্কোরবোর্ডই বলে দিচ্ছে কেউ বড় স্কোর করতে পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট নিয়েছেন কাপ ও শবনিম ইসমাল। এরপর ভারতের দুর্বল ফিল্ডিং ও সাদামাটা সিম বোলিংয়ের সামনে অনায়াসে রান তুলে নিয়েছে লরা উলভার্টের দল। ভারতের পরের ম্যাচ বাংলাদেশের সঙ্গে বৃহস্পতিবার।

ইংল্যান্ডকে হারানোর মন্ত্র 'বিভীষণ' ভার্ডির

মিসৌরি, ২১ জুন : বিশ্বকাপের শুরুটা দাপটে করেছে ইংল্যান্ড। যথারীতি এবারও থ্রি লায়ন্সের অঘোষিত স্লোগান উঠেছে, 'ইটস কামিং হোম'! কিন্তু দীর্ঘ ৬০ বছর পর বিশ্বকাপ বিলেতে ফিরবে কি না, তা সময় বলবে। তার আগে মঙ্গলবার আফ্রিকান জায়ান্ট ঘানার বিরুদ্ধে গ্রুপ 'এল'-এ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচের প্রস্তুতিতে ডুবে টমাস টুহেলের দল। বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতেছে ইংল্যান্ড ও ঘানা। এবার তারা পরস্পরের মুখোমুখি। এই ম্যাচ যারা জিতবে তাদের নক আউট নিশ্চিত।

ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিসে কেন।

ঘানা ম্যাচে হ্যারি কেনদের পথের কাঁটা হতে পারেন ইংল্যান্ডেরই এক প্রাক্তন। তাঁর নাম জেমি ভার্ডি। ক্লাব ফুটবলে ভার্ডির লেস্টার সিটিতে খেলেন ঘানার স্ট্রাইকার আব্দুল ফাতাউ। তিনি জানিয়েছেন, ভার্ডির কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন। প্রথম ম্যাচে ফাতাউ খেলার সুযোগ পাননি। তবে তিনি জানিয়েছেন, সুযোগ পেলে তিনি ইংল্যান্ডকে সমস্যায় ফেলার জন্য প্রস্তুত। ভার্ডির কাছ থেকে নানা তথ্য নিয়ে দলকে সাহায্য করছেন ফাতাউ। তিনি বলেছেন, ভার্ডি শুধু আমাকে খেলার কথাই বলছে। ও আমাকে বিশ্বাস করে। তাই আমাকে কী করতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। কীভাবে ইংল্যান্ডকে হারানো যায়, সে সব আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। আমি সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি।

প্রথম ম্যাচে টুহেলের দল বুঝিয়ে দিয়েছে, বিশ্বকাপে তাদের অন্যতম অস্ত্র সেট-পিস। চারটি গোলের মধ্যে দু'টিই সেট-পিস থেকে। দু'টি ক্ষেত্রেই সেন্টার ও কর্নার ছিল মিডফিল্ডার ডেকলান রাইসের। আর্সেনাল তারকা বলেছেন, আর্সেনালের সেট-পিস বিশেষজ্ঞ নিকোলাস জোভের ক্লাসে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। সেট-পিসে আরও উন্নতি করেছি। এখন প্রতিটি ফ্রি-কিক ও কর্নারের সময় মনে হয়, বিপজ্জনক কিছু হতে পারে।

ওসিআই প্রস্তাবে আপত্তি ক্লাবদের

প্রতিবেদন : আইএসএলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার খেলানোর প্রস্তাব ক্লাবগুলির আপত্তিতে আসন্ন মরশুমে সম্ভবত কার্যকর হচ্ছে না। ১৪টি ক্লাবের মধ্যে শুধুমাত্র মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ওসিআই ফুটবলার খেলানোর প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। কিন্তু বাকি ১২টি ক্লাবই এই বছর নিয়ম কার্যকর করতে আপত্তি জানিয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এবার বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় নিতে হলে বাজেট অনেক বেড়ে যাবে। তবে ২০২৭-২৮ মরশুম থেকে বংশোদ্ভূত ফুটবলার খেলানো যাবে। তারজন্য তালিকাভূক্ত ওসিআই খেলোয়াড়দের নিলামের মাধ্যমে দলে নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

দলে বিরাট-বুমরা, নেই বরুণ

মুম্বই, ২১ জুন : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। চোট কাটিয়ে ওঠা বিরাট কোহলিকে দলে রাখা হয়েছে, তবে শর্তসাপেক্ষে। এনসিএ-তে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে বিরাটকে। প্রায় তিন বছর পর ওয়ান ডে দলে ফিরলেন তারকা ফাস্ট বোলার জসপ্রীত বুমরা। তাঁর শেষ ওয়ান ডে ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনাল। ফিরলেন অক্ষর প্যাটেলও। পায়ের চোটের রিহ্যাব সম্পূর্ণ না হওয়ায় ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে ছিটকে গেলেন বরুণ চক্রবর্তী। তাঁর পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে আফগানিস্তান সিরিজে খেলা তরুণ পেসার প্রিন্স যাদবকে।

বিরাটের চোটের কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। সেঞ্চুরি করে নির্বাচকদের আস্থার মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু বিরাট ফেরায় ফের বাদ পড়লেন বাঁ-হাতি ব্যাটার। যশস্বীর বাদ পড়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে লন্ডন থেকে সোমবার বিরাটের বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আসার কথা। সেখানেই দিতে হবে ফিটনেস টেস্ট।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ ১৪ জুলাই এজবাস্টনে। দ্বিতীয় ম্যাচ ১৬ জুলাই কার্ডিফে। তৃতীয় ম্যাচ ১৯ জুলাই লর্ডসে। দল : শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), কেএল রাহুল, ঈশান কিশান, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, নীতীশ রেড্ডি, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরা, প্রসিধ কৃষ্ণ, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, গুরনুর ব্রার।

বৈভবের বিশ্বরেকর্ড, চ্যাম্পিয়ন ভারত 'এ'

ডাম্বুলা, ২১ জুন : বৈভব সূর্যবংশীর বিধ্বংসী ফর্ম অব্যাহত। বিস্ময় কিশোরের আরও এক নজির। বৈভবের ব্যাটে ভর করেই শ্রীলঙ্কা 'এ'-কে ফাইনালে ৬৮ রানে হারিয়ে ত্রিদেশীয় একদিনের সিরিজে চ্যাম্পিয়ন ভারত 'এ'। ওপেন করতে নেমে ডাম্বুলার ২২ গজে বৈভব মাত্র ২৯ বলে ৯৪ রান করে। ৫০ ওভারের ফরম্যাটেও ৩২৪ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম অর্ধশতরানের বিশ্বরেকর্ড গড়ল সে। মাত্র ১১ বলে অর্ধশতরান করে বৈভব। হাঁকায় ১০টি বাউন্ডারি ও ৮টি ওভার বাউন্ডারি। একুশ বছর আগে শ্রীলঙ্কার কৌশল্য রাগামা ১২ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন। বৈভব দ্রুততম অর্ধশতরান করার পথে মাত্র ১০ বলে মেরেছে পাঁচটি চার ও পাঁচটি ছক্কা।

বৈভব ছাড়া অধিনায়ক তিলক ভার্মা (৬৭) অর্ধশতরান করেছেন। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ভারত 'এ' করে ৯ উইকেটে ৩৭৭ রান। জবাবে লড়াই করেও ৪৭.১ ওভারে ৩১১ রানে অলআউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা 'এ'।

মাঠে ময়দানে
22 June, 2026 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এবারের বিশ্বকাপ জিতবে আমেরিকা, চমকে দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী জলাটান ইব্রাহিমোভিচের

উন্ডাভের জোড়া গোল, নক আউটে জার্মানি

জার্মানি ২ আইভরি কোস্ট ১

টরন্টো, ২১ জুন : এক পরিবর্তর হাত ধরে ম্যাচে নাটকীয় প্রত্যাবর্তন। শেষমুহূর্তে জয়। দুই ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে নক আউটে পা রাখাও। আইভরি কোস্ট ম্যাচে একসঙ্গে এত কিছু ঘটল জার্মানির জন্য।

জার্মান সমর্থকরা যখন ধরেই নিয়েছিলেন যে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে, ঠিক তখনই জয়সূচক গোলটি করেন ডেনিজ উনডাভ। ম্যাচের তখন ৯৪ মিনিট। অতিরিক্ত সময় চলছে। খেলার ফল ১-১। এই সময় উনডাভ গোল করে ২-১ করে দেন। মিরোস্লাভ ক্লোজের পর তিনিই হলেন প্রথম জার্মান ফুটবলার যিনি বিশ্বকাপে তাঁর প্রথম দুটি ম্যাচে গোল করলেন।

প্রথম হাইড্রেশন ব্রেকের আগে একটা গোল পেয়েছিল জার্মানি। কিন্তু আইভরি কোস্টের গোলকিপার ইয়াহিয়া ফোফানাকে ফাউল করার জন্য সেই গোল বাতিল হয়েছে। জার্মানির এই উদ্যম অবশ্য ৩০ মিনিটে ঘা খায় আইভরি কোস্টের গোলে। অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক কেসি জার্মান গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়ারের পাশ দিয়ে বল জালে ঠেলে দেন। কাই হাভার্জ এরপর গোল শোধ করলেও তা ফাউলের অভিযোগে বাতিল হয়েছে।

জার্মান গ্যালারিতে স্বস্তি ফেরে ৬৪ মিনিটে। যখন উনডাভ পাওয়ারফুল ফিনিশে ১-১ করে দেন।

গোল শোধ করে বাড়তি উদ্যমে আক্রমণ শানিয়েছে জার্মানি। কিন্তু আক্রমণে চাপ বাড়লেও জয়সূচক গোলের জন্য তাদের স্টপেজ টাইম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। শেষমেশ আবার সেই উনডাভের গোলে তিন পয়েন্ট। ই গ্রুপে তারাই শীর্ষে। আইভরি কোস্টের দুই ম্যাচে তিন পয়েন্ট। এদিনের ম্যাচে নয়ার বিশ্বকাপে ২১টি ম্যাচ খেলে রেকর্ড গড়েছেন। তিনি পিছনে ফেলে দেন ফ্রান্সের হুগো লরিসকে। আইভরি কোস্টের কেসি এদিন দিদিয়ের দ্রোগবার পর দ্বিতীয় বয়স্কতম ফুটবলার হিসাবে বিশ্বকাপে গোল করেছেন।

জোড়া গোলের নায়ক উন্ডাভকে নিয়ে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস।

মেশিনের অপারেটর থেকে এখন গোলমেশিন

টরন্টো, ২১ জুন : কেউ তেমন চিনত না তাঁকে। জার্মানির কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের প্রথম দলেও তিনি নেই। কিন্তু দুই ম্যাচে তিন গোলের পর ছবিটা একটু করে বদলে যাচ্ছে। আইভরি কোস্ট ম্যাচের পর নাগেলসম্যানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এবার কি আপনি বৃহস্পতিবারের ইকুয়েডর ম্যাচে শুরু থেকে ওকে খেলাবেন? জার্মান কোচের জবাব, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি আগেই বলেছি আমরা বিভিন্ন ভাবনা নিয়ে দল সাজাব। কেন ওর ছন্দ নষ্ট করব। দু'বার নেমেছে আর দুটো গোল করেছে।

কথা হচ্ছে ডেনিজ উন্ডাভকে নিয়ে। ২৯ বছরের ঈষৎ অখ্যাত তারকা এখন জার্মানদের সুপার হিরো। কিন্তু কেমন হত যদি উন্ডাভ কারখানা শ্রমিক হিসাবেই থেকে যেতেন? পরিস্থিতি একসময় তাই ছিল তাঁর জন্য। ১৪ বছর বয়সে ওয়েডার্ডার ব্রেমেন যখন বড্ড ছোট বলে বাতিল করেছিল তখন, বিশ্বকাপের স্বপ্ন কোথায়? ১৭ বছর বয়সে জার্মানির একটি চতুর্থ ডিভিশন ক্লাবে ঠাঁই পেয়েছিলেন সপ্তাহে ১২০ পাউন্ড মাইনেয়। উন্ডাভ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ওয়েডার্ডার ব্রেমেন আমাকে না করেছিল বয়স কম ছিল বলে। ওদের মনে হয়েছিল আমার ভবিষ্যৎ নেই। বুক ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু আমি আশা ছাড়িনি। ১৭ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চতুর্থ ডিভিশন ক্লাব হ্যাভেলসে যোগ দিই। এর পর পেট চালাতে ক্লাবের ট্রেনিংয়ের সঙ্গে চলতে লাগল কারখানায় আট ঘন্টার শ্রমিকের চাকরি। কাজ? লেজার মেশিন আপারেটর।

উন্ডাভের জন্য কঠিন জীবন ছিল সেটা। ভোর চারটেয় উঠে কারখানায় ছোটা। তারপর ক্লাবের ট্রেনিং। ঘরে ফিরতে রাত আটটা বেজে যেত। পরের দিন আবার সেই এক রুটিন। আইভরি কোস্ট ম্যাচের নায়ক বলেছেন, আমাকে চাকরিটা করতেই হত। কারণ, যে টাকা তখন ফুটবল খেলে পেতাম তা দিয়ে কুলোত না। পরেরটা স্বপ্নের উড়ান। ২০২০-তে বেলজিয়ামের দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব ইউনিয়ন সেন্ট-গিলোইস। সেখানে ২৫ গোল করে ব্রাইটন। তবে প্রিমিয়ার লিগে ২২ ম্যাচে কেবল পাঁচটি গোল করায় ২০২৪-এ উন্ডাভকে লোনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল স্টুটগার্টকে। ২০২৫-২৬-এ বুন্দেশলিগায় হ্যারি কেনের পর ১৯ গোল করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোরার। সেখান থেকে বিশ্বকাপ।

হালান্ডদের সামনে আজ সেনেগাল

নিউ জার্সি, ২১ জুন : ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলতে নেমেই সবাইকে চমকে দিয়েছে নরওয়ে। প্রথম ম্যাচে তারা ৪-১ গোলে হারিয়েছে ইরাককে। অভিষেক বিশ্বকাপ ম্যাচেই জোড়া গোল করেছেন আর্লিং হালান্ড। সোমবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে নরওয়ের প্রতিপক্ষ সেনেগাল। সাদিও মানেরা প্রথম ম্যাচে ফ্লান্সের কাছে ১-৩ গোলে হারলেও, যথেষ্ট ভাল খেলেছিলেন। বিশেষ করে, বেশ কয়েকবার ফরাসি রক্ষণকে কড়া পরীক্ষার মুখে ফেলেছিলেন সেনেগালি ফুটবলাররা। যদিও কিলিয়াম এমবাপের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে ম্যাচটা হেরে গিয়েছিল আফ্রিকার দেশ। ফলে নরওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটা সাদিও মানেদের কাছে মরণ-বাঁচন লড়াই।

অন্যদিকে, এই ম্যাচটা জিতলেই নকআউটের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলবেন হালান্ডরা। ফলে শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল। এদিকে, বিশ্বকাপের অন্য একটি ম্যাচে নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হবে মিশরের। ইরানের সঙ্গে ২-২ ড্র করে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে নিউজিল্যান্ড। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার সরপ্রীত সিংয়ের দিকে নজর থাকবে সবার। অন্যদিকে, মহম্মদ সালাহর মিশরও প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করেছে।

গোল করছেন জাপানের উয়েদা।

৪-০ জিতে জাপান নক আউটের কাছে

জাপান ৪ তিউনিশিয়া ০

মন্টেররে, ২১ জুন : বিশ্বকাপের হাজারতম ম্যাচ চার গোলে উদযাপন করল জাপান। তিউনিশিয়াকে ৪-০ গোলে হারাল তারা। এই জয়ের ফলে রাউন্ড অফ ৩২-এ যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন উজ্জ্বল হল, তেমনই বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার চার গোল দেওয়ার কীর্তিও স্থাপিত হল তাদের।

হারের ফলে নর্থ আফ্রিকান দেশের বিদায় এখন সময়ের অপেক্ষা। গোটা ম্যাচে তিউনিশিয়াকে দাঁড়াতেই দেয়নি জাপান। খেলার ৪ মিনিটেই তারা লিড নিয়ে নেয় দাইচি কামাদার গোলে। নাকামুরার নিচু শট পেনাল্টি এরিয়ায় আফ্রিকান ডিফেন্স নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাতেই খুব কাছ থেকে গোল করে বেরিয়ে যান কামাদা। এরপর উয়েদার শট বাঁচিয়ে দেন গোলকিপার আইমেন দাহমেন। কিন্তু ৩১ মিনিটে জাপান ২-০ করে দেয় এই উয়েদার গোলে।

দ্বিতীয়ার্ধেও চাপ ধরে রেখেছিল জাপান। এরমধ্যে হ্যানিবাল মেজব্রি আফ্রিকান দলের জন্য সামান্য সুযোগ তৈরি করেছিলেন। তবে সেটা বৃথা গিয়েছে। জাপান দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল করেছে। যার প্রথমটি ৬৯ মিনিটে জুনিয়ার ফরোয়ার্ড পাস থেকে। বেন হামিদা বল পেয়ে ৩-০ করে দিয়ে যান। অতঃপর ৪-০ হল উয়েদার গোলে। ম্যাচে এটি তাঁর দ্বিতীয় গোল। এতে বিশ্বকাপে প্রথম জাপানি ফুটবলার হিসাবে এক ম্যাচে দুটি গোল হল তাঁর। শেষ ম্যাচে সুইডেনের সঙ্গে ড্র করলেই নক আউটে পা রাখবে জাপান। বিশ্বকাপে তিউনেশিয়ার কপাল খারাপের পালা অব্যাহত। এযাবৎ ৯টি ম্যাচ খেলে তারা জিতেছে মোট একটিতে।

গোলকিপারেই রক্ষা কুরাসাওয়ের

ইকুয়েডর ০ কুরাসাও ০

কানসাস সিটি, ২১ জুন : প্রথম ম্যাচে জার্মানির বিরুদ্ধে সাত-সাতটি গোল হজম করেছিলেন। অথচ ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে কুরাসাওয়ের তিন কাঠির নীচে দুর্ভেদ্য থাকলেন এলয় রুম। গোটা ম্যাচে ১৫টি সেভ করে, দেশকে প্রথম বিশ্বকাপ পয়েন্ট উপহার দিলেন ৩৭ বছর বয়সী গোলকিপার।

একপেশে ম্যাচে ৭৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখেছিলেন ইকুয়েডর। কিন্তু ইকুয়েডর ফুটবলারদের প্রতিটি প্রয়াস রুখে দেন রুম। বিশ্বকাপের ইতিহাসে একটি ম্যাচে কোনও গোলকিপারের সবচেয়ে বেশি সেভ করার নজিরও গড়লেন রুম। ২০১৪ বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ১৬টি সেভ করেছিলেন আমেরিকার গোলকিপার টিম হাওয়ার্ড। তবে সেই ম্যাচ অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ৯০ মিনিটের মধ্যে রুমের ১৫টি সেভই সর্বোচ্চ। ৯০ মিনিট ধরলে আগে রেকর্ডটি ছিল পেরুর র‍্যামোন কুইরোগার দখলে। ১৯৭৮ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ১৩টি সেভ করেছিলেন তিনি।

ড্রয়ের পর রুমকে নিয়ে উচ্ছ্বাস।

২০১৫ সালে কুরাসাওয়ের তৎকালীন কোচ প্যাট্রিক কুইভার্ট প্রথম রুমকে জাতীয় দলে ডাকেন। তার পর থেকে তিনি কুরাসাও দলের নিয়মিত সদস্য। জন্মসূত্রে নেদারল্যান্ডসের অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়েও খেলেছেন। উচ্ছ্বসিত রুম বলছেন, এই ম্যাচটা আজীবন মনে রাখব। গোলকিপার হিসাবে প্রায় নিঁখুত একটা ম্যাচ খেলতে পেরেছি। আশা করি, দেশে ফিরে নিজের একটা মূর্তি দেখতে পাব!

গত মরশুমে আমেরিকার মেজর লিগ সকারের দল মায়ামি এফসির হয়ে খেলেছেন রুম। গত ডিসেম্বরে শেষ ম্যাচ খেলেন ক্লাবের হয়ে। বিশ্বকাপে রেকর্ড গড়া গোলকিপারের এই মুহূর্তে কোনও ক্লাব নেই!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপের মাঝেই প্রত্যাবর্তন। ৪৬ বছর বয়সে ইতালির অখ্যাত ক্লাব রাভেন্নায় সই করলেন মহাতারকা রোনাল্ডিনহো

মাঠে ময়দানে

22 June, 2026 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২২ জুন ২০২৬
সোমবার

মেসিকে থামাতে মরিয়া অস্ট্রিয়া

ডালাস, ২১ জুন : লিয়োনেল মেসির হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপে ঝলমলে শুরু করেছে আর্জেন্টিনা। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা খেতাব ধরে রাখার বার্তা দিয়েছে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই। সোমবার ডালাস স্টেডিয়ামে গ্রুপ 'জে'-র দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে নামছে লিয়োনেল স্কালোনির দল। প্রতিপক্ষ এবার অস্ট্রিয়া। আর্জেন্টিনার মতো তারাও প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে জর্ডনের বিরুদ্ধে। ফলে জিতে নক আউট নিশ্চিত করার ম্যাচ দু'দলের কাছেই। চ্যাম্পিয়নের মতো অভিযান শুরু করায় কানসাস সিটির শিবিরে খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে মেসি, এমি মার্টিনেজদের। একইসঙ্গে অস্ট্রিয়াকে নিয়ে স্কালোনির দল বেশ সতর্কও। অস্ট্রিয়ার গোলকিপার আলেকজান্ডার শ্লাগা আবার জানিয়েছেন, তিনি মেসিকে আটকাতে নিজের সব কিছু উজাড় করে দিতে চান।

কাতার বিশ্বকাপ থেকে দেখা যাচ্ছে, একঘেয়েমি কাটাতে বার-বি-কিউয়ের ব্যবস্থা করা হয় ফুটবলারদের জন্য। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আলবিসেলেস্তের শিবিরে যাকে 'আসোদো' বলা হয়। যে দক্ষতার সঙ্গে মার্টিনেজ দূর্গ রক্ষা করেন সেভাবেই 'আসোদো'র সময় স্টেক (মাংসের বিভিন্ন পদ) তৈরি করতে দেখা গিয়েছে মেসিদের প্রিয় দিবুকে। তবে উৎসবে দ্রুত বিরতি দিয়ে মেসিদের ফোকাস অস্ট্রিয়া ম্যাচে। প্রতিপক্ষের প্রথম ম্যাচ দেখে দলকে সতর্ক করে দিয়েছেন স্কালোনির সহকারী পাবলো আইমার। রালফ রংনিকের ছেলেরা ফিজিক্যাল ফুটবল খেলে, ফলে মেসিদের হাই প্রেসিংয়ে সমস্যা হতে পারে। আইমার বলেছেন, অস্ট্রিয়া বেশ শক্ত প্রতিপক্ষ। আমাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা বদল করতে হতে পারে।

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে রাইট ব্যাক গঞ্জালো মন্তিয়েলকে পাবে না আর্জেন্টিনা। তাঁর জায়গায় খেলতে পারেন নাহুয়েল মোলিনা। প্রথম ম্যাচে আপফ্রন্টে দাগ কাটতে ব্যর্থ লাউতারো মার্টিনেজের জায়গায় প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন ফিট জুলিয়ান আলভারেজ।

মেসিকে থামিয়ে চমক দিতে মরিয়া অস্ট্রিয়া। তাদের এক নম্বর গোলকিপার শ্লাগা জানিয়েছেন, আর্জেন্টিনীয় মহাতারকাকে থামাতে তিনি মরিয়া। তাঁর কথায়, আমি ছোট থেকেই রোনাল্ডোর ভক্ত। তবে মেসি দীর্ঘ সময় ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজের জাত চিনিয়ে এসেছেন। যোগ করেন, মাঠে মেসির উপস্থিতি ফারাক গড়ে দিতে পারে। মেসির বিরুদ্ধে খেলতে এবং তাঁকে আটকানোর চেষ্টা আমি সবসময় করতে চাই।

অস্ট্রিয়ার অধিনায়ক রিয়াল মাদ্রিদের সেন্টার ব্যাক ডেভিড আলাবার উপরও দায়িত্ব থাকবে মেসিকে আটকানোর। তিনি বলেছেন, আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে ওর হ্যাটট্রিক দেখেছি। আশা করি, আমাদের বিরুদ্ধে ও কিছু করতে পারবে না।

অস্ট্রিয়া ম্যাচের আগে প্র্যাকটিসে নামছে আর্জেন্টিনা। চিত্র সাংবাদিকদের নজর মেসির দিকেই।

ওয়ার্ক ফ্রম হোম

নেইমারকে খোঁচা ব্রাজিল প্রেসিডেন্টের

নিউ ইয়র্ক, ২১ জুন : হাইতি ম্যাচের পরেই নেইমার দ্য সিলভাকে নিয়ে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। এমন ইতিবাচক আবহে ৩৪ বছর বয়সী ব্রাজিলীয় তারকাকে খোঁচা দিলেন দেশের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা! তিনি রসিকতা করে, নেইমারকে 'ওয়ার্ক ফর্ম হোম ফুটবলার' বলেছেন। বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে লুলা হাসতে হাসতে বলেছেন, নেইমার তো খেলছেই না। ও হল বিশ্বের প্রথম ফুটবলার যে, ঘর থেকে কাজ করে। ওয়ার্ক ফ্রম হোম ফুটবলার। বিশ্বকাপের দল নির্বাচন নিয়ে তাঁর খোঁচা, ইন্টারনেটে দেখছিলাম। যে কোনও দিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে দল তৈরি করতে হবে ওদের। হয়তো ১১ জন পেলেকে নিয়ে দল হবে। যদিও রবিবার নেইমার আলাদা করে অনেকটা সময় প্র্যাকটিস করেছেন। সোমবার থেকেই সতীর্থদের সঙ্গে মূল অনুশীলনে নেমে পড়বেন তিনি। হাইতি ম্যাচে ছন্দে ফিরলেও, ব্রাজিলের উদ্বেগ বাড়িয়েছেন রাফিনহার চোট। ব্রাজিলীয় ফুটবল কনফেডারেশন জানিয়েছে, পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে রাফিনহার ডান উরুর পিছনের পেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে। জাতীয় দলের মেডিক্যাল স্টাফেরা রাফিনহার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। যত দ্রুত সম্ভব মাঠে ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যমের স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে রাফিনহাকে পাওয়া যাবে না। বার্সেলোনা তারকার চোট খুব গুরুতর না হলেও ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। সপ্তাহ ১০ থেকে ১২ দিন লাগতে পারে অনুশীলন শুরু করতে। কোচ আনচেলোত্তি রাফিনহাকে ধরেই এগোতে চাইছেন। কারণ পরিবর্ত ফুটবলার নেওয়ার সময়সীমা গত ১২ জুন শেষ হয়ে গিয়েছে।

ইরাককেও গুরুত্ব দিচ্ছেন এমবাপেরা

ফ্রান্সের প্র্যাকটিসে কোচ দেশঁর সঙ্গে ফুটবলাররা। ফিলাডেলফিয়ায় ইরাক ম্যাচের আগে।

ফিলাডেলফিয়া, ২১ জুন : সোমবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ফ্রান্স। গতবারের রানার্সের প্রতিপক্ষ ইরাক। ধারে-ভারে অনেকটাই পিছিয়ে থাকা প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিতে রাজি নয় ফরাসি শিবির। কোচ দিদিয়ের দেশঁ কড়া নজর রাখছেন, যাতে তাঁর ফুটবলাররা আত্মতুষ্টির শিকার না হন।

প্রথম ম্যাচে নরওয়ের কাছে ১-৪ গোলে হেরেছিল ইরাক। দেশঁ যদিও বলছেন, বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচই সহজ নয়। ইরাক প্রথম ম্যাচে হারলেও, দুর্দান্ত লড়াই করেছে। তাই আমরা খুব সহজেই জিতব, সেটা যেন কেউ না ভাবে। এই বিশ্বকাপে অনেক বড় দলই তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মতুষ্টিতে ভুগছিল। ম্যাচ শেষে তারা ফলও পেয়ে গিয়েছে। আমি চাই না আমাদের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটুক। ইরাকি ফুটবলারদের প্রশংসা করে দেশঁ আরও বলেছেন, ইরাকের ফুটবলাররা প্রতিভাবান। ওরা খুব সহজভাবে ফুটবল খেলে এবং সেটা দক্ষতার সঙ্গে। তাই ইরাককে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সেনেগালের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোল করে ফর্মে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। ইরাক ম্যাচেও গোলের জন্য এমবাপেই সেরা ভরসা দেশঁর। তবে সোমবারের ম্যাচের দলে গোটা দুয়েক পরিবর্তন করতে পারেন ফরাসি কোচ। আক্রমণে দিদিয়ে দুয়ের পরিবর্তে ব্র্যাডলি বার্কোলা এবং লেফট ব্যাকে থিয়ো হার্নান্দেসের জায়গায় খেলতে পারেন লুকা দিনে। অন্যদিকে এমবাপেকে সামনে রেখে মাইকেল ওলিসে ও উসমান ডেম্বেলেকে নিয়ে আক্রমণ শানানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

এদিকে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ওলিসেকে ভবিষ্যতের তারকা বলে চিহ্নিত করেছিলেন এমবাপে। ২৪ বছরের ফরাসি উইঙ্গারের বক্তব্য, কিলিয়ানের মতো তারকার কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে ভাল লাগছে। কিন্তু আমি নিজেকে এখনও ভবিষ্যতের সেরা ফুটবলার বলতে রাজি নই। আমার কাজ কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া। মাটিতে পা রেখে সামনের দিকে এগোনোই লক্ষ্যর। তবেই হয়তো ভবিষ্যতের সেরা ফুটবলার হতে পারব।

বিশ্বকাপে আজ

নিউজিল্যান্ড বনাম মিশর
(সকাল ৬.৩০, ভাঙ্কুভার)
আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া
(রাত ১০.৩০, ডালাস)
ফ্রান্স বনাম ইরাক
(রাত ২.৩০, ফিলাডেলফিয়া)
নরওয়ে বনাম সেনেগাল
(মঙ্গলবার ভোর ৫.৩০)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

মাঠে ময়দানে

22 June, 2026 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ